ড. রাগিব সারজানি

কেমন ছিল প্রিয়নবীর আলাপচারিতা

অনুবাদ
মাহদি হাসান

সম্পাদনা
আলী হাসান উসামা

কেমন ছিল প্রিয়নবীর আলাপচারিতা

ড. রাগিব সারজানি

কেমন ছিল প্রিয়নবীর আলাপচারিতা

[রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং সাহাবায়ে কেরাম রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুমের মধ্যকার কথোপকথন]

অনুবাদ
মাহদি হাসান

সম্পাদনা
আলী হাসান উসামা

মাকতাবাতুল হাসান

।। উৎসর্জন ।।

হৃদয়ের মর্মে মর্মে ধ্বনিত একটি নাম পরম শ্রদ্ধেয় মাওলানা সাইফুল্লাহ দা. বা.—যাঁর আলাপচারিতায় খুঁজে পেতাম রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কথোপকথনের ছোঁয়া, মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের কাছে হুজুরের সুদীর্ঘ সুস্থতা এবং হায়াতে তাইয়্যিবার প্রত্যাশায়।

—মাহদি হাসান

সূচিপত্র

বিষয় পৃষ্ঠা

অনুবাদকের কথা

আমাদের প্রতিটি কথাই যেন হয় সাওয়াবের উদ্দেশ্যে। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন—

«إِنَّ مِنَ البَيان لَسِحرًا ؛ أَوْ إِنَّ بَعْضَ البَيانِ سِحْرٌ»

"নিশ্চয়ই কিছু কিছু কথায় রয়েছে জাদু (অথবা বলেছেন,) কোনো কোনো কথাই হচ্ছে জাদু।"[১]

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই সংক্ষিপ্ত হাদিসটি জানিয়ে দিচ্ছে কথার গুরুত্ব। আমাদের দৈনন্দিন জীবনে সবচেয়ে প্রয়োজনীয় বস্তু হচ্ছে কথা। আমাদের প্রাত্যহিক প্রয়োজন মেটাতে কথা বলার বিকল্প নেই। তাই মানুষের জীবনে কথার অপরিসীম গুরুত্ব স্পষ্টভাবেই বুঝে আসে। তবে আমাদের প্রায় কথাগুলোই হয় অনর্থক। আমরা শুধু সময় কাটানোর লক্ষ্যে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কথা বলে কাটিয়ে দিই। প্রায় ক্ষেত্রেই দেখা যায়, আমাদের অনর্থক কথাবার্তাগুলো ডেকে আনে ঝগড়া-বিবাদ।

একটু ভাবুন তো, আমরা প্রতিদিন যে এত কথা বলি, যদি প্রতিটি কথার বিনিময়ে সাওয়াব পাওয়া যেত তাহলে কেমন হতো? নিশ্চয়ই আমাদের আমলনামায় যোগ হতো নেকির এক বিরাট অংশ। মুমিনের জীবনে সবচেয়ে প্রয়োজনীয় বস্তু হচ্ছে নেকি।

---

[১] সহিহ বুখারি, পরিচ্ছেদ : চিকিৎসা, অধ্যায় : নিশ্চয়ই কোনো কোনো কথায় রয়েছে জাদু, হাদিস নং-৫৭৬৭।

ভাবছেন, প্রতিটি কথার মাধ্যমে সাওয়াব কীভাবে পাবেন? আপনার মনে উদিত হওয়া সকল প্রশ্নের জবাব দিতেই আজ থেকে সাড়ে চৌদ্দ শ বছর পূর্বে আল্লাহ তাআলা ধরার বুকে প্রেরিত করেছিলেন তার প্রিয় বান্দা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে। আর পবিত্র কুরআনে ঘোষণা করে দিয়েছেন—

﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيْ رَسُوْلِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ﴾

"নিশ্চয়ই তোমাদের জন্য আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মাঝে উত্তম আদর্শ রয়েছে।"

[সুরা আহযাব : ২১]

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রতিটি কাজেই ছিলেন উম্মাহর আদর্শ। প্রত্যেক ব্যক্তিই তার নির্দিষ্ট অবস্থান থেকে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবন হতে উপকার লাভ করতে পারবে। তিনি তার প্রতিটি ক্ষুদ্র পদক্ষেপেই আমাদের জন্য আদর্শের বীজ বপন করে গেছেন। এমনকি তার কোনো কথাই আদর্শ থেকে খালি নয়। তার প্রতিটি কথায় লুকিয়ে আছে হাজারো মণি-মুক্তোর সৌন্দর্য।

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার কথোপকথনের সঙ্গী হিসেবে পেয়েছিলেন সাহাবায়ে কেরামকে। কতই না উত্তম সঙ্গী ছিলেন তারা! তাইতো তাদের মধ্যকার কথোপকথন ছিল সবচেয়ে সুন্দর কথোপকথন।

বিষয়বস্তুর দিক দিয়ে এই গ্রন্থটি যে অতি চমৎকার এক পরিবেশনা—তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

প্রখ্যাত লেখক ও গবেষক ড. রাগিব সারজানি তার কলমের ডগায় তুলে এনেছেন এক অতি চমৎকার

বিষয়বস্তু। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কথার বৈশিষ্ট্যগুলোকে তুলে ধরেছেন আমাদের সামনে। অথচ কখনো ভাবিইনি যে, কথারও বৈশিষ্ট্য থাকতে পারে। তিনি ব্যক্ত করেছেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতিটি কথার পেছনেই ছিল মহৎ উদ্দেশ্য। তার প্রতিটি কথায় ছিল উপস্থাপনাগত চমৎকারিতা, ভাষাগত উৎকর্ষ।

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার কোনো কথায় পাষাণ হৃদয়কে মোমের মতো গলিয়ে দিয়েছিলেন। তার আন্তরিক কথোপকথনে মুগ্ধ হয়ে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন আবু যর গিফারী রাযি.। ইসলামের প্রতি চরম বিদ্বেষ লালনকারী হিন্দা বিনতে উতবা হয়ে গিয়েছিলেন ইসলামের তরে জীবন উৎসর্গকারী।

তাই আর দেরি না করে চলুন প্রবেশ করি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কথোপকথনের সৌন্দর্যের ভুবনে। আমাদের প্রতিটি কথায় রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কথার বৈশিষ্ট্যকে অনুসরণ করে আমাদের প্রতিটি কথাকেই সাওয়াবসমৃদ্ধ করে তুলি আর অর্জন করে নিই পরকালে বিচার দিবসের অমূল্য পাথেয়। হয়তো আপনার একটি কথাই হতে পারে পরকালে নাজাতের ওসিলা। আল্লাহ তাআলা আমাদের সবাইকে তাওফিক দান করুন।

মাহদি হাসান
সিরাজদিখান, মুন্সীগঞ্জ।

ভূমিকা

[সাহাবায়ে কেরাম রাযি.-এর সাথে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কথোপকথন]

শিক্ষাব্যবস্থা এবং যোগাযোগের অন্যান্য মাধ্যম আবিষ্কৃত হওয়ার আগ থেকেই মানুষের মাঝে পারস্পরিক যোগাযোগ রক্ষার মৌলিক মাধ্যম ছিল পরস্পরে কথা বিনিময় করা। মানুষ একটি সামাজিক জীব। তারা সাধারণত দলবদ্ধভাবেই বসবাস করে। তাই দলবদ্ধভাবে জীবনযাপনে সক্ষম হতে এবং নিজের মৌলিক প্রয়োজনাদি ব্যক্ত করতে পরস্পর কথোপকথন অত্যাবশ্যকীয়। তাই একটি শিশু পর্যন্তও পিতা-মাতার কাছ থেকে তার প্রয়োজনীয় বস্তু চেয়ে নেয়।

যারা ইনসাফের সাথে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবন নিয়ে গবেষণা করেন, তারা সকলেই জানেন যে, নিশ্চয়ই মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছিলেন একজন সত্যিকারের রাসুল, প্রকৃত নবী। কেননা, কোনো মানুষের পক্ষেই তার জীবনযাপনে এবং আচার-ব্যবহারে মানবিক শ্রেষ্ঠত্বের সারনির্যাসের সমন্বয় ঘটানো সম্ভব নয়। আর মানুষের সাথে আচার-ব্যবহারে যে সকল মানবিক মাধ্যম রয়েছে, সেগুলোর উচ্চাঙ্গের বৈশিষ্ট্য কেবল ওহিপ্রাপ্ত নবীগণই অর্জন করতে পারেন।

নিশ্চয়ই প্রত্যেক গবেষক এবং বিশেষজ্ঞ তার অবস্থান থেকে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবনের যেকোনো নির্দিষ্ট দিক সম্পর্কে জানতে পারবে। তাই একজন খাঁটি দ্বীনের পথে আহ্বানকারী যেমন পাবেন তার কাঙ্ক্ষিত বস্তু, তেমনি একজন রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বও শিখতে পারবেন পরিপূর্ণ পাঠ। সেনা পরিচালক অর্জন করতে পারবেন তার উদ্দেশ্য। এমনিভাবে শারীরিক চিকিৎসকও রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবন থেকে অবশ্যই শিক্ষা লাভ করতে পারবেন। কেনই বা পারবেন না?

আল্লাহ তাআলা পবিত্র কুরআনে বলেছেন—

﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُوا اللهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللهَ كَثِيرًا﴾

"নিশ্চয়ই তোমাদের জন্য আল্লাহর রাসুলের মধ্যে রয়েছে উত্তম আদর্শ; যারা আল্লাহ এবং আখেরাত দিবসের প্রত্যাশা করে এবং আল্লাহ তাআলাকে অধিক পরিমাণে স্মরণ করে, তাদের জন্য।"

[সুরা আহযাব : ২১]

এদিক বিবেচনায়, স্বাভাবিকভাবেই রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কথোপকথনের দিক দিয়েও সকলের চেয়ে শ্রেষ্ঠ ছিলেন। তিনি কথোপকথনের নিয়মকানুন, উপকারিতা, পদ্ধতিসমূহ, শিষ্টাচার এবং রীতি-নীতি শিখিয়েছেন। তিনি তার সারা জীবনব্যাপী সবচেয়ে উত্তম পদ্ধতিতে কথাবার্তা বিনিময় করেছেন। এ ক্ষেত্রে মুসলিম-কাফের, পুরুষ-নারী, শিশু-বৃদ্ধ সকলের সাথেই সমান আচরণ করেছেন।

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অপরদের সাথে যোগাযোগ এবং সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠার মাধ্যম হিসেবে কথোপকথনের সেবা গ্রহণ করেছেন। পারস্পরিক সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠা ছিল রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবনের বিরাটতম এক দায়িত্ব। প্রত্যেক রাসুলের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব হচ্ছে দাওয়াত ও তাবলিগ। পাশের মানুষদের সাথে কথোপকথন ব্যতীত এ দায়িত্ব সম্পাদন কিছুতেই সম্ভব নয়।

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তাআলা বলেন—

﴿يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ ۖ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ﴾

"হে রাসুল, আপনার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে আপনার প্রতি যা কিছু অবতীর্ণ করা হয়েছে, আপনি তা পৌঁছে দিন। আর যদি আপনি এরূপ না করেন তবে আপনি তাঁর পয়গাম কিছুই পৌঁছালেন না।"

[সুরা মায়িদাহ : ৬৭]

একজন রাসুলের জন্য কখনোই অন্তর্মুখী এবং বিচ্ছিন্ন হওয়া ঠিক নয়। কঠোর স্বভাবের হওয়া তো দূরের কথা, তার জন্য মানুষের সাথে কথা না বলা এবং ওঠাবসা না করাও দূষণীয়।

আল্লাহ তাআলা বলেন—

﴿فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ ۖ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ﴾

"আল্লাহর রহমতেই আপনি তাদের জন্য কোমল হৃদয় হয়েছেন। পক্ষান্তরে আপনি যদি রাগী ও কঠিন হৃদয়ের হতেন তাহলে তারা আপনার আশপাশ থেকে সরে গিয়ে বিক্ষিপ্ত হয়ে যেত।"

[সুরা আলে-ইমরান : ১৫৯]

সুতরাং পূর্ণাঙ্গ পদ্ধতিতে তাবলিগের দায়িত্ব আঞ্জাম দেওয়া এবং মানবঅন্তরের সাথে সৌহার্দ্য প্রতিষ্ঠার কাজ কথোপকথনের ওপর নির্ভরতার সাথে সম্পৃক্ত। এটিই পরস্পর যোগাযোগ স্থাপনের মাধ্যম।

এমনিভাবে যদি প্রশ্ন করা হয়, কথোপকথন পরস্পর দয়া প্রতিষ্ঠার মাধ্যম কি?

উত্তরে বলব, হ্যাঁ, এটি পরস্পর দয়া প্রতিষ্ঠারও মাধ্যম।

কেননা, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছিলেন দয়ালু এবং ভালোবাসার মূর্তপ্রতীক। তার দয়া ছিল এক সামগ্রিক উপাদান; যা তার প্রতিটি কথোপকথন থেকেই উদ্ভাসিত হতো।

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুমিন এবং কাফেরদের সাথে কথাবার্তা বলেছেন। প্রত্যেকের সাথে কথোপকথনেই দয়া, উদারতা এবং কোমলতার প্রকাশ থাকত। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কখনোই কারও প্রতি কঠোরতা প্রদর্শন করেননি। কোনো ব্যক্তি যতই ছোট হোক এবং মানুষের মাঝে তার অবস্থান যতই তুচ্ছ হোক, তিনি কারও সাথে দুর্ব্যবহার করেননি।

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কথা বলতেন কোমলতা এবং দয়া ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য, মানুষকে শিক্ষা এবং শিষ্টাচার প্রদানের জন্য, উদারতার বার্তা বিলিয়ে দেওয়ার জন্য কিংবা প্রতিবেশীর সাথে সম্প্রীতি বজায় রেখে বসবাস করার জন্য। আর এ সকল বৈশিষ্ট্যের জন্য দয়ার প্রয়োজন অনস্বীকার্য।

আল্লাহ তাআলা যথার্থই বলেছেন—

﴿وَمَآ أَرْسَلْنَٰكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَٰلَمِينَ﴾

"আমি আপনাকে বিশ্ববাসীর জন্যে রহমতস্বরূপই প্রেরণ করেছি।"

[সুরা আম্বিয়া : ১০৭]

এতদ্‌সত্ত্বেও অনেক মুসলমান পশ্চিমা বইপত্রে কথোপকথন এবং অপরের সাথে যোগাযোগ প্রতিষ্ঠার রীতি-নীতি খুঁজে বেড়ায়। অথচ লেখক এবং রচয়িতাগণ তাদের দক্ষতা সত্ত্বেও কথোপকথন এবং পারস্পরিক যোগাযোগ প্রতিষ্ঠায় রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দক্ষতা এবং যোগ্যতার ধারেকাছেও পৌঁছুতে পারবে না।

বক্ষ্যমাণ গ্রন্থে আমরা সাহাবায়ে কেরাম রাযি.-এর সাথে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কথোপকথন সম্পর্কে আলোচনা করব। যদিও রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রত্যেক দলের মানুষ তথা মুসলিম-কাফের, পুরুষ-নারী এবং স্বাধীন-দাসদের সাথে অনেক পদ্ধতিতে কথা বলেছেন। জীবনের প্রতিটি পর্যায় তথা পরিচিতি থেকে শুরু করে শিক্ষা প্রদান, দান-সদকা এবং অন্যের সাথে কথা বলা প্রভৃতি কাজে তিনি বিভিন্ন আঙ্গিকে কথোপকথন করেছেন। তবুও বক্ষ্যমাণ গ্রন্থে আমরা এর কিছু উদাহরণ উপস্থাপন করার চেষ্টা করব। যদিও তা সম্পূর্ণরূপে ফুটিয়ে তোলা অসম্ভব ব্যাপার।

এই গ্রন্থটি তুলে ধরবে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবদ্দশায় সাহাবায়ে কেরামের সাথে তার কথোপকথনের বিভিন্ন পর্যায়। যাতে করে প্রকৃতপক্ষে এই উপকারিতা সাব্যস্ত করা যায় যে, নিশ্চয়ই কথোপকথন ছিল রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবনব্যবস্থার অন্যতম একটি শিক্ষণীয় উপকরণ। আকস্মিক অবস্থাতেও তা কোনো অনর্থক কথাবার্তা ছিল না।

কেননা, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোনো ডিক্টেটর তথা একনায়ক ছিলেন না যে, তিনি শুধু আদেশ-নিষেধ প্রদান করেই ক্ষান্ত থাকবেন। অধিকাংশ মানুষ তাদের গৃহে অথবা অধিকাংশ শাসক তাদের রাজত্বে অন্যের সিদ্ধান্ত শ্রবণের ধৈর্য রাখে না। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের মতো ছিলেন না। বরং রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অপরের সাথে যথেষ্ট পরিমাণে কথোপকথন করতেন আর তিনি ছিলেন চমৎকার শ্রোতা। এই গ্রন্থে অচিরেই তা প্রমাণিত হবে। সে জন্য আল্লাহ তাআলার অনুগ্রহ প্রার্থনা করছি।

সাহাবায়ে কেরাম রাযি.-এর সাথে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কথোপকথনের বৈশিষ্ট্য

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবায়ে কেরাম রাযি.-এর সাথে দুইটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী সর্বদা কথাবার্তা বলতেন। যথা :

১. মহৎ উদ্দেশ্য।

২. সুন্দর উপস্থাপনা।

এ জন্য বক্ষ্যমাণ গ্রন্থের আলোচনা এ দুটি বৈশিষ্ট্যকে কেন্দ্র করেই হবে।

সাহাবায়ে কেরামের সাথে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কথোপকথনের উদ্দেশ্যগত সৌন্দর্য—

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সময়ক্ষেপণ অথবা অবসর কাটানোর জন্য কথাবার্তা বলতেন না। এমনিভাবে ঝগড়া-বিবাদে লিপ্ত হওয়া এবং তর্কে জয়ী হওয়ার জন্যও না। তার কথোপকথন ছিল চমৎকার সব উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্য। অধিকাংশ সময়ে তিনি তার এক কথায় একাধিক উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন করতেন। অথবা সেগুলোর প্রত্যেকটি উদ্দেশ্যই তার এক কথায় বাস্তবায়িত হতো। সে উদ্দেশ্যগুলো হচ্ছে—

১. পরিচিত হওয়া

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কথোপকথনের মাধ্যমে অপরের সাথে পরিচিত হতেন। মুহাম্মদ ইবনে কা'ব আল কুরজি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তায়েফ সফর এবং তার সাথে সাকিফ গোত্রের আচরণের কথা বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন,

'তারা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে রবি'আ ইবনে আব্দুশ শামসের দুই পুত্র উতবা এবং শাইবার বাগানে আশ্রয় নিতে বাধ্য করল। উতবা এবং শাইবা সেখানেই ছিল। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি আঙুর বৃক্ষের ছায়ায় বসলেন। রবি'আর দুই পুত্র তাকে পর্যবেক্ষণ করছিল। তায়েফের গর্দভরা রাসুলের সাথে যে আচরণ করেছে, তারা তা-ও

দেখেছিল। তাই রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য তাদের মনে দয়ার উদ্রেক হলো। তারা তাদের এক খ্রিষ্টান গোলামকে ডাক দিলো। তার নাম ছিল আদ্দাস। তারা আদ্দাসকে বলল, এখান থেকে আঙুরের একটি গুচ্ছ নিয়ে ওই লোকটির সামনে রাখো। আদ্দাস তাদের কথামতো আঙুরের গুচ্ছ নিয়ে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনে রাখল এবং রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সেখান থেকে খেতে আহ্বান জানাল। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম "বিসমিল্লাহ" বলে আঙুরের পাত্রে হাত রাখলেন। এরপর সেখান থেকে খেলেন।

আদ্দাস রাসুলের চেহারার দিকে তাকিয়ে বলল, আল্লাহর কসম, এ অঞ্চলের লোকেরা কখনো এমন কথা বলে না!

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বললেন, তুমি কোন দেশের অধিবাসী আদ্দাস? তোমার ধর্ম কী?

সে বলল, আমি খ্রিষ্টান। নিনুয়ার (ইরাক) অধিবাসী।

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, সৎ লোক ইউনুস ইবনে মাত্তার এলাকার অধিবাসী?

আদ্দাস বলল, আপনি কী করে ইউনুসের কথা জানলেন?

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তিনি আমার ভাই। তিনি নবী ছিলেন। আমিও নবী।

এ কথা শুনে আদ্দাস নিশ্চিত হয়ে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মাথায়, হাতে এবং পায়ে চুম্বনের জন্য এগিয়ে গেল।

বর্ণনাকারী বলেন, তখন রবি'আর এক পুত্র তার অপর ভাইকে বলছিল, তোমার গোলামকে তোমার সম্মুখে সে বিপথগামী করে দিলো! আদ্দাস তাদের নিকটে এলে তারা তাকে বলল, হে আদ্দাস, তুমি ধ্বংস হও। তুমি এই লোকের মাথায় এবং হাতে চুম্বন করলে কেন?

আদ্দাস বলল, হে আমার মনিব, পৃথিবীতে এর চেয়ে উত্তম বস্তু দ্বিতীয়টি নেই।

তারা বলল, তোমার জন্য দুর্ভোগ হে আদ্দাস! সে যেন তোমাকে তোমার ধর্ম থেকে ফিরিয়ে নিতে না পারে। কেননা, তোমার ধর্ম তার ধর্ম থেকে উত্তম।'[২]

এভাবেই আমরা দেখতে পাই, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এমন সংকটময় অবস্থায় এবং এমন কষ্ট ও ক্লান্তির মাঝেও তার সাথে সাক্ষাৎকারীর পরিচয় লাভে আগ্রহী ছিলেন; যদিও সে ছিল একজন দাস এবং সেবক। সুতরাং একজন মুসলমানের জীবনের অন্যতম উদ্দেশ্য হচ্ছে পরস্পরের পরিচয় লাভ। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা মানুষকে বিভিন্ন গোত্র এবং দলে বিভক্ত করার এটিও অন্যতম উদ্দেশ্য।

আল্লাহ তাআলা বলেন—

﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّا خَلَقۡنَٰكُم مِّن ذَكَرٖ وَأُنثَىٰ وَجَعَلۡنَٰكُمۡ شُعُوبٗا وَقَبَآئِلَ لِتَعَارَفُوٓاْۚ إِنَّ أَكۡرَمَكُمۡ عِندَ ٱللَّهِ أَتۡقَىٰكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٞ﴾

'হে মানবজাতি, আমি তোমাদেরকে এক পুরুষ ও এক নারী থেকে সৃষ্টি করেছি এবং তোমাদেরকে বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে বিভক্ত করেছি, যাতে তোমরা পরস্পরে পরিচিতি হও। নিশ্চয়

---

[২] ইবনুল আসির, উসদুল গাবাহ ফি মা'রিফাতিস সাহাবাহ, তাহকিক : আলি মুহাম্মদ মুয়াওয়িজ এবং আদিল আহমাদ আবদুল মাওজুদ। দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, বৈরুত, প্রথম সংস্করণ : ১৪১৫ হিজরি মোতাবেক ১৯৯৪ খ্রিষ্টাব্দ, ৪/৪।
সুয়ানি বলেন, এই হাদিসটি মুরসাল। ইবনে ইসহাক এই হাদিসটি বর্ণনা করে বলেন, আমার কাছে এই হাদিসটি ইয়াজিদ বর্ণনা করেছেন। তিনি বর্ণনা করেছেন মুহাম্মদ ইবনে কা'ব আল কুরজির কাছ থেকে। ইয়াজিদ একজন সিকাহ তথা নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারী। আর কুরজি তাবেয়ি ও বিশ্বস্ত বর্ণনাকারী। কিন্তু তিনি এখানে তার শায়েখ থেকে বর্ণনা করেননি। তবে এই হাদিসটি ইমাম জুহরি এবং উরওয়া ইবনে জুবায়ের থেকেও মুরসাল সূত্রে বর্ণিত হয়েছে। তাদের হাদিসে উক্ত হাদিসে বর্ণিত দুয়ার অংশটুকু নেই। তাবারানিতে এর সমর্থনে একটি বর্ণনা রয়েছে। দেখুন : আস-সিরাতুন নববিয়্যাহ কামা জায়াত ফিল আহাদিসিস সহিহাহ, কিরাআতে জাদিদাহ, মাকতাবাতুল উবাইকান, ২০০৪ খ্রিষ্টাব্দ, ১/১৮১।
হায়সামি বলেন, এই হাদিসের বর্ণনাকারীগণ সকলেই সিকাহ তথা নির্ভরযোগ্য। তবে সনদের মধ্যে ইবনে ইসহাক মুদাল্লিস সিকাহ। দেখুন : মাজমাউয যাওয়ায়েদ ওয়া মামবাউল ফাওয়ায়েদ, তাহকিক : হুসামুদ্দিন আল-কাদিসি, মাকতাবাতুল কাদিসি, কায়রো। ১৪১৪ হিজরি মোতাবেক ১৯৯৪ খ্রিষ্টাব্দ, ৬/৩৫।

আল্লাহর কাছে সে-ই সর্বাধিক সম্ভ্রান্ত, যে সর্বাধিক তাকওয়াবান। নিশ্চয় আল্লাহ সর্বজ্ঞ, সবকিছুর খবর রাখেন।' [সুরা হুজুরাত : ১৩]

এই ঘটনার মতোই আমরা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আরেক অপরিচিত ব্যক্তির সাথে পরিচিত হতে দেখেছি। তিনি হলেন সম্মানিত সাহাবি আবু যর রাযি.; যা পরবর্তীতে আবু যর রাযি.-এর ইসলাম গ্রহণ এবং তার গোত্রের নিকটে ইসলামের দাঈ হিসেবে গমনের কারণ হয়েছিল। আবু যর রাযি. বর্ণনা করেন,

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আসলেন এবং হাজরে আসওয়াদকে চুম্বন করলেন। এরপর তিনি এবং তার সাথি বাইতুল্লাহর তাওয়াফ করে নামাজ আদায় করলেন। আবু যর রাযি. বলেন, যখন তিনি সালাম ফেরালেন তখন আমিই ছিলাম প্রথম ব্যক্তি, যে তাঁকে ইসলামি সম্ভাষণে সম্ভাষিত করেছিল। তিনি বলেন,

আমি তাকে বললাম, আসসালামু আলাইকা ইয়া রাসুলাল্লাহ (হে আল্লাহর রাসুল, আপনার ওপর শান্তি বর্ষিত হোক)।

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, ওয়া আলাইকা ওয়া রাহমাতুল্লাহ (তোমার ওপরও শান্তি এবং আল্লাহর রহমত বর্ষিত হোক)।

এরপর জিজ্ঞাসা করলেন, কে তুমি?

তিনি বলেন, আমি উত্তর দিলাম—আমি গিফার গোত্রের লোক।

এ কথা শুনে তিনি তার কপালে হাত রাখলেন। আমি মনে মনে ভাবলাম, তিনি হয়তো আমার গিফার গোত্রীয় হওয়াকে অপছন্দ করেছেন। তাই আমি তার হাত ধরতে গেলে তার সঙ্গী আমাকে নিবৃত্ত করেন। তিনি তাঁর সম্পর্কে আমার চেয়ে বেশি জানেন।

এরপর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার মাথা উঠিয়ে বললেন, তুমি কখন এখানে এসেছ?

আমি বললাম, আমি এখানে ৩০ দিন ৩০ রাত যাবৎ অবস্থান করছি।

তিনি বললেন, তাহলে তোমার খাবার কে দেয়?

আমি বললাম, জমজমের পানি ব্যতীত আমি আর অন্য কোনো খাদ্য নিইনি। এর ফলে আমি স্থূলকায় হয়ে গেছি। এমনকি আমার পাকস্থলী

ভাঁজযুক্ত এবং সংকুচিত হয়ে গেছে। অথচ আমি আমার কলিজায় ক্ষুধার তীব্রতাও অনুভব করি না।

তিনি বললেন, নিশ্চয়ই তা বরকতময়। নিশ্চয়ই তা শ্রেষ্ঠ খাবার।

তখন আবু বকর রাযি. বললেন, হে আল্লাহর রাসুল, আজ রাতে তার মেহমানদারি করার জন্য আমাকে অনুমতি দিন।

এরপর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং আবু বকর রাযি. হাঁটতে থাকলেন। আমিও তাদের সাথে হাঁটতে লাগলাম। আবু বকর রাযি. একটি দরজা খুললেন এবং আমাদের জন্য তায়েফের কিশমিশ নিতে থাকলেন। এটিই ছিল সেখানে আমার জন্য প্রথম খাবার। এরপর সেখানে আরও কিছুক্ষণ অবস্থান করে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকটে গেলাম।

তিনি বললেন, আমাকে খেজুরবিশিষ্ট এক ভূখণ্ড দেখানো হয়েছে। আমি মনে করি, এটি ইয়াসরিব ছাড়া অন্য কোনো ভূখণ্ড নয়। তাই তুমি কি আমার পক্ষ থেকে তোমার জাতির কাছে দ্বীনের দাওয়াত পৌঁছে দেবে? যেন আল্লাহ তাআলা তোমার মাধ্যমে তাদেরকে উপকৃত করেন এবং এর বিনিময়ে তোমাকে উত্তম প্রতিদান দেন।[৩]

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবু যর রাযি.-এর সাথে কথোপকথন চালিয়ে গেছেন। আবু যর রাযি. যে সময় ভেবেছিলেন যে, তার গিফার গোত্রীয় হওয়াকে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অপছন্দ করেছেন, সে সময় রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ভাবছিলেন আবু যর রাযি-এর প্রতি তার দায়িত্ব এবং ৩০ দিন যাবৎ তার উপবাস যাপনের কথা। আল্লাহ তাআলা এই মহৎ হৃদয় এবং দয়ার উৎসের ওপর রহমত বর্ষণ করুন।

---

[৩] মুসলিম, পরিচ্ছেদ : সাহাবিগণের মর্যাদা, অধ্যায় : আবু যর রাযি.-এর মর্যাদা, হাদিস নং ২৪৭৩। মুসলিম, তাহকিক : মুহাম্মদ ফুয়াদ আবদুল বাকি, দারু ইহইয়ায়িত তোরাসিল আরবি-বৈরুত। মুসনাদে আহমাদ, হাদিস নং ২১৫৬৫, মুওয়াসসাসাতু কুরতুবা-কায়রো।

২. সাথির প্রতি নমনীয়তার চিহ্ন

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার মাঝে এবং সাহাবায়ে কেরামের মাঝে উষ্ণ যোগাযোগ সৃষ্টির জন্য কথোপকথনের ব্যবস্থা গ্রহণ করতেন। সাহাবায়ে কেরাম রাযি. রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা করতেন এবং তাদের সমস্ত আচার-ব্যবহারে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সম্মান এবং শ্রদ্ধার প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখতেন; যদিও রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজেই তাদের প্রতি দয়াদ্রতা এবং উদারতা প্রদর্শন করতেন—যেন তারা প্রশান্তিময় অবস্থায় বিরাজ করতে পারে। জাবের ইবনে আবদুল্লাহ রাযি. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে এক যুদ্ধে শরিক ছিলাম। ফিরতি পথে আমরা যখন মদিনার নিকটে এসে উপনীত হলাম তখন আমি আমার ধীরগতির উট নিয়ে তাড়াহুড়া করতে লাগলাম। আমার পেছনের এক আরোহী এসে আমাকে ধরে ফেলল এবং তার সাথে থাকা লাঠি দিয়ে আমার উটকে আঘাত করল। ফলে আমার উটটি স্বাভাবিক উটের তুলনায় দ্রুতগতিতে চলতে লাগল। পেছনে ফিরে দেখলাম আমি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে অবস্থান করছি।

আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসুল, আমি সদ্য যৌবনে উপনীত এক যুবক।

তিনি বললেন, তুমি কি বিয়ে করেছ?

আমি বললাম, জি।

তিনি বললেন, কুমারী নাকি বিধবা?

আমি বললাম, বিধবা নারী বিয়ে করেছি।

তিনি বললেন, কুমারী কেন বিয়ে করলে না? তুমিও তার সঙ্গ উপভোগ করতে আর সেও তোমার সঙ্গ উপভোগ করত।

মদিনায় পৌঁছে গেলে আমি ঘরে প্রবেশের জন্য উদ্যত হলাম। তখন রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, খানিক বিলম্ব করে সন্ধ্যার দিকে প্রবেশ কর। যেন উশকোখুশকো চুলবিশিষ্ট নারী চুল আঁচড়ে নিতে পারে এবং স্বামী অনুপস্থিত নারী ক্ষুর ব্যবহার করতে পারে।[৪]

---

[৪] বুখারি, পরিচ্ছেদ : বিবাহ, অধ্যায় : বিধবা বিবাহ করা, হাদিস নং ৪৭৯১, তাহকিক : মুস্তফা দিব আল-বোগা, দারু ইবনি কাসির, ইয়ামামা-বৈরুত। তৃতীয় সংস্করণ, ১৪০৯ হিজরি/১৯৮৯ খ্রিষ্টাব্দ। মুসলিম, পরিচ্ছেদ : দুধপান, অধ্যায় : কুমারী বিবাহ মুস্তাহাব হওয়া, হাদিস নং ৭১৫।

এভাবে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কথোপকথনের মাধ্যমে সাহাবিগণের জীবনের বিশেষ বিশেষ ব্যাপারে খোঁজখবর নিতেন; যেন তিনি তাদের ব্যাপারে মনোযোগী এবং নিশ্চিন্ত হতে পারেন। মুসলিম শরীফে জাবের রাযি.-এর উল্লিখিত বর্ণনায় কিছু অংশ বৃদ্ধি করা হয়েছে।

জাবের রাযি. বলেন, হে আল্লাহর রাসুল, আমার ছোট ছোট ভাই-বোন আছে। তাই আমি আশঙ্কা করেছি (কুমারী বিয়ে করলে) সে আমার আর তাদের মাঝে বাঁধা হয়ে দাঁড়াবে।

তিনি বললেন, তাহলে ঠিক আছে। নিশ্চয়ই একজন নারীকে তার ধার্মিকতা, সম্পদ এবং সৌন্দর্য দেখে বিয়ে করা হয়। তোমার জন্য আবশ্যক হচ্ছে ধার্মিকতার দিককে প্রাধান্য দেয়া। নচেৎ, তোমার উভয় হাত ধূলোয় ধুসরিত হোক।[৫]

এর অনুরূপ ঘটনা আনাস রাযি. হতে বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেন, আব্দুর রহমান ইবনে আউফ রাযি. মদিনায় আগমন করলেন। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার মাঝে এবং সাদ ইবনে রবী'আ আনসারীর মাঝে ভ্রাতৃত্বের বন্ধন গড়ে দিলেন। তাই সাদ রাযি. তাকে সমুদয় সম্পদ এবং পরিবারে অর্ধাঅর্ধি হারে ভাগ করে নেওয়ার প্রস্তাব দিলেন। আব্দুর রহমান রাযি. বললেন, আল্লাহ তাআলা আপনার প্রতি বরকত অবতীর্ণ করুন। আপনি আমাকে বাজারের পথ দেখিয়ে দিন। তারপর তিনি সামান্য পরিমাণ মুনাফা অর্জন করলেন। কিছুদিন পর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে হলুদ চাদর পরিহিত অবস্থায় দেখতে পেলেন।

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, কী ব্যাপার, আবদুর রহমান!

তিনি বললেন, হে আল্লাহর রাসুল, আমি আনসারি এক মহিলাকে বিয়ে করেছি।

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তাতে কী মোহর দিয়েছ?

তিনি বললেন, খেজুরের দানা সমপরিমাণ স্বর্ণ।

তখন নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, "একটি ছাগলের মাধ্যমে হলেও ওলিমার আয়োজন করো।"

---

[৫] মুসলিম, পরিচ্ছেদ : দুধপান, অধ্যায় : ধার্মিক নারী বিবাহ করা, হাদিস নং ৭১৫।

কী চমৎকার কথোপকথনের মাধ্যমে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আব্দুর রহমান ইবনে আউফের খবর নিলেন! তাকে ওলিমার প্রতি উদ্বুদ্ধ করলেন এবং তার সাথে তার বিষয়াদির ভাগ নিলেন। এমনকি সাহাবি তার একান্ত ব্যক্তিগত অবস্থা সম্পর্কে জানাতে মোটেও ইতস্ততবোধ করলেন না।

৩. শিক্ষাপ্রদান

কথোপকথনকে যারা শিক্ষাপ্রদানের জন্য ব্যবহার করেছেন, তাদের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্ব হচ্ছেন রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। যিনি তার উম্মতের জন্য সর্বোত্তম এবং সবচেয়ে সুন্দর শিক্ষক ছিলেন। বরং তিনি সমস্ত মানবজাতির জন্য শিক্ষকস্বরূপ ছিলেন। তাই রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শিক্ষণীয় কথোপকথনের ঘটনা অগণিত। যার কয়েকটি ঘটনা নিম্নরূপ :

হযরত আবু হুরায়রা রাযি. কর্তৃক রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত আছে যে, একদিন রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার সাহাবিগণের সাথে বসলেন। তখন তিনি সাহাবিগণকে বললেন, তোমরা কি জানো, মুফলিস (দেওলিয়া, অসহায়, নিঃস্ব) কে?

তারা বললেন, আমাদের মাঝে মুফলিস তথা অসহায় হচ্ছে, যার কোনো দিরহাম এবং সহায়-সম্বল নেই।

তখন রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আমার উম্মতের মধ্যে নিঃস্ব হচ্ছে তারা, যারা কিয়ামত দিবসে নামাজ, রোজা এবং জাকাত নিয়ে উপস্থিত হবে। তবে এর সাথে সাথে কাউকে গালি দেওয়া, কারও নামে অপবাদ দেওয়া, কারও সম্পদ আত্মসাৎ করা, কারও রক্তপাত করা অথবা কাউকে আঘাত করার মতো অপরাধ নিয়েও উপস্থিত হবে। ফলে নিপীড়কের নেকি পীড়িতকে দিয়ে দেওয়া হবে। যদি তার অপরাধের হিসাব শেষ হওয়ার পূর্বেই তার নেকি নিঃশেষ হয়ে যায় তাহলে পীড়িতের অপরাধ তার কাঁধে চাপানো হবে। এরপর তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে।[৬]

---

[৬] মুসলিম, পরিচ্ছেদ : সদ্ব্যবহার, আত্মীয়তা রক্ষা এবং শিষ্টাচার, অধ্যায় : অত্যাচার হারাম হওয়া, হাদিস নং ২৫৮১। তিরমিযি, হাদিস নং ২৪১৮। মুসনাদে আহমাদ, হাদিস নং ৮০১৬। ইবনে হিব্বান, হাদিস নং ৪৪১১, সহিহ ইবনে হিব্বান বিতারতিবি ইবনি বালবান, তাহকিক :

এই হাদিসে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কথোপকথনকে ব্যবহার করেছেন তার সাহাবিগণের দৃষ্টিভঙ্গি পরিশুদ্ধ করার জন্য। আর তা হচ্ছে ইফলাস অর্থাৎ অসহায়ত্বের যথাযথ অর্থ। অসহায়ের কথা বললেই লোকেরা পার্থিব অসহায়ত্বের কথা ধরে নেয়। যেমনটি সাহাবায়ে কেরাম রাযি. রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রশ্নের উত্তরে বলেছিলেন যে, আমাদের মাঝে অসহায় হচ্ছে, যার কোনো দিরহাম তথা টাকা-পয়সা এবং সহায়-সম্বল নেই।

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের এই দৃষ্টিভঙ্গি সংশোধন করে দিয়েছেন এবং এটাকে কিয়ামত ও বিচার দিবসের সাথে সম্পৃক্ত করেছেন। তিনি বর্ণনা করেছেন যে, প্রকৃত অসহায়ত্ব হচ্ছে, কোনো বান্দা অনেক নেকি নিয়ে আসবে; কিন্তু এর পাশাপাশি বান্দার হকের সাথে সম্পৃক্ত অনেক অত্যাচারও সাথে করে নিয়ে আসবে। ফলে তার নেকিগুলো নিঃশেষ হওয়ার আগ পর্যন্ত অত্যাচারিতদের আমলনামায় যোগ করে দেওয়া হবে। এরপর তাদের গুনাহগুলো অত্যাচারীর আমলনামায় যোগ করা হবে। অবশেষে তাকে শিকলে বন্দি করে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে।

এই নিপুণ পদ্ধতির মাধ্যমেই রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার সাহাবিগণের অন্তরে মানুষের সাথে দুর্ব্যবহার করার ব্যাপারে অপছন্দনীয়তার বীজ রোপণ করেছেন। যেন তাদের নেকি ধ্বংস না হয় এবং আখেরাতের দাঁড়িপাল্লায় তারা নিঃস্ব না হয়।

এই পদ্ধতিতেই রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবিগণকে প্রশ্ন করলেন, "তোমাদের মাঝে বীরত্বের মাপকাঠি কী?" আবার তিনি নিজেই সাহাবায়ে কেরামের কাছে লোকমুখে প্রচলিত বীরত্বের মাপকাঠি সম্পর্কে জবাব দিয়েছেন। অর্থাৎ মানুষ যাকে বীর মনে করে, সে প্রকৃত বীর নয়। তাই বীরের পরিচয় দিতে গিয়ে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম

শু'আইব আরনাউত, মুওয়াসসাসাতুর রিসালাহ-বৈরুত, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৪১৪ হিজরি; ১৯৯৩ খ্রিষ্টাব্দ।

বলেন, "লোকেরা যা মনে করে তা নয়; বরং বীর হচ্ছে সেই ব্যক্তি, যে ক্রোধের সময়ে নিজেকে নিয়ন্ত্রণে সক্ষম হয়।"[৭]

এভাবেই রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শিক্ষণীয় প্রশ্নের দরজা খুলে দিতেন এবং সাহাবায়ে কেরামের কাছ থেকে উত্তরের জন্য অপেক্ষা করতেন। যেন তিনি সঠিক উত্তর বলে দেওয়ার মাধ্যমে তাদের উত্তরকে দৃঢ় করতে পারেন। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে ক্রোধের সময় আত্মনিয়ন্ত্রণের মর্যাদা উপলব্ধি করাতে চেয়েছিলেন। তাই তিনি তাদেরকে এই অর্থ বুঝিয়ে দিয়েছেন।

আর এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, এই পদ্ধতির মাধ্যমে নিশ্চয়ই সাহাবায়ে কেরামের হৃদয়ে প্রকৃত অর্থ গেঁথে গিয়েছিল। এমনিভাবে যারা এই হাদিস শ্রবণ করেছে তাদের হৃদয়েও গেঁথে গিয়েছে। আর তাদের নিকট পরিবর্তিত হয়ে গেছে বীরত্বের দুনিয়াবী মাপকাঠি নির্ণয়ের দৃষ্টিভঙ্গি। তাদের আরও অর্জিত হয়েছে পরকালীন মাপকাঠি উপলব্ধির শক্তি; যা আত্মাকে তার প্রবৃত্তি এবং বিরূপতার ঊর্ধ্বে নিয়ে যাবে।

৪. সন্দেহ দূরীকরণ

যেমনিভাবে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কথোপকথনের মাধ্যমে লোকদেরকে সঠিক শিক্ষা প্রদান করতেন, তেমনিভাবে তাদেরকে প্রতিনিয়ত তাড়িয়ে বেড়ানো সন্দেহ-সংশয়গুলোকেও দূরীভূত করতেন। আবু হুরায়রা রাযি. থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, কয়েকজন সাহাবি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকটে এসে বললেন, আমাদের অন্তরে এমন অনেক কুপ্রবৃত্তি সৃষ্টি হয়, যা প্রকাশ করাকে আমরা বেশ

---

[৭] মুসলিম, পরিচ্ছেদ : সদ্ব্যবহার, আত্মীয়তা রক্ষা এবং শিষ্টাচার, অধ্যায় : ক্রোধের সময় আত্মনিয়ন্ত্রণের মর্যাদা এবং যে সকল বস্তুর মাধ্যমে ক্রোধ দূরীভূত হয় সে সম্পর্কিত, হাদিস নং ২৬০৮। আবু দাউদ, হাদিস নং ৪৭৭৯, তাহকিক : মুহাম্মদ মুহিউদ্দীন আবদুল হামিদ, দারুল ফিকর। ইবনে হিব্বান, হাদিস নং ২৯৫০। মুসনাদে আবু ইয়া'লা, হাদিস নং ৫১৬২, তাহকিক : হুসাইন সুলাইম আসাদ, দারুল মামুন লিততোরাস-দামেশক, প্রথম সংস্করণ, ১৪০৪ হিজরি/১৯৮৪ খ্রিষ্টাব্দ। ইমাম বায়হাকি রচিত শু'আবুল ঈমান, হাদিসের তাহকিক, নছ সম্পর্কে অনুসন্ধান এবং হাদিসের তাখরিজ করেছেন ড. আবদুল আলি আবদুল হামিদ হামেদ, মাকতাবাতুর রুশদ-মুম্বাই, ভারত, প্রথম সংস্করণ, ১৪২৩ হিজরি; ২০০৩ খ্রিষ্টাব্দ, হাদিস নং ৮২৭৩।

কঠিন মনে করি। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, "তোমরা কি আসলেই তা উপলব্ধি করেছ?"

তারা বললেন, "জি, হ্যাঁ।"

তিনি বললেন, "এটিই ঈমানের স্পষ্ট নিদর্শন।"[৮]

এখানে আমরা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখতে পেলাম যে, তিনি ওই সকল সাহাবায়ে কেরামের ভয়কে নির্বাপিত করছেন, যাদের কাছে শয়তান আল্লাহ সুবহানাহু তাআলা সম্পর্কে বিভিন্ন সংশয় নিয়ে আসে। আর তাদের নিকটে বর্ণনা করেছেন যে, খাঁটি ঈমানের গুণাবলি তাদের মাঝে থাকার কারণেই এমনটি হয়েছে।

এমনিভাবে আনাস রাযি. থেকে বর্ণিত আছে যে, এক লোক রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করলেন, "হে আল্লাহর রাসুল, আল্লাহ তাআলা কিয়ামত দিবসে কাফিরদেরকে তাদের চেহারায় ভর করিয়ে কীভাবে সমবেত করবেন?"

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, "যিনি তাকে পৃথিবীতে দু-পায়ের উপর ভর করিয়ে চালিয়েছেন তিনি কি তাকে কিয়ামত দিবসে চেহারায় ভর করিয়ে চালিত করতে সক্ষম নন?"

কাতাদাহ বললেন, "অবশ্যই, আমার প্রভুর বড়ত্বের শপথ।"[৯]

এই ব্যক্তি কিয়ামত দিবসে কাফিরদেরকে তাদের চেহারায় ভর করিয়ে চালিত করার বিষয়টি বুঝে উঠতে পারছিলেন না। তিনি নিজেকে প্রশ্ন করছিলেন, কাফেররা কি তাদের দুই পায়ে ভর করে চলতে সক্ষম নয়? রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বুঝিয়ে দিলেন যে, এই ব্যাপারটি আল্লাহ তাআলার ক্ষমতার সাথে সম্পৃক্ত; মানুষের ক্ষমতার সাথে নয়।

---

[৮] মুসলিম, পরিচ্ছেদ : ঈমান, অধ্যায় : ঈমানের ক্ষেত্রে সংশয় পোষণ এবং যারা সংশয়ের স্বীকারোক্তি প্রদান করে সে সম্পর্কিত, হাদিস নং ১৩২।

[৯] বুখারি, পরিচ্ছেদ : রিকাক, অধ্যায় : হাশর কীভাবে হবে সে সম্পর্কিত, হাদিস নং ৬১৫৮। মুসলিম, পরিচ্ছেদ : মুনাফিকদের বৈশিষ্ট্য এবং হুকুম, অধ্যায় : কাফেরদের চেহারায় ভর করিয়ে কীভাবে সমবেত করা হবে? এ সম্পর্কিত, হাদিস নং ২৮০৬। আর হাদিসের বাক্য এই সনদ থেকে চয়িত।

৫. বিভিন্ন মামলা-মোকাদ্দমা সম্পর্কে অনুসন্ধান এবং রায় প্রদান

ন্যায়বিচারের নিয়মকানুনের মধ্য হতে অন্যতম নিয়ম হচ্ছে, যখন কোনো অপরাধ সংঘটিত হয় অথবা কোনো ব্যক্তি অন্যের নামে শাসক অথবা বিচারকের কাছে অভিযোগ পেশ করে তখন বিচারকের জন্য আবশ্যক হচ্ছে বাদী এবং বিবাদী উভয়কেই জিজ্ঞাসাবাদ করা এবং তাদের কাছ থেকে প্রমাণ চাওয়া—চাই সে প্রমাণ দোষযুক্তির জন্য হোক অথবা দোষমুক্তির জন্য হোক—আর সাক্ষীদেরকে জিজ্ঞাসাবাদ করা। আর এগুলোর প্রত্যেকটিই কথোপকথন ছাড়া অসম্ভব। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে বিচারের জন্য কোনো অভিযোগ উত্থাপিত হলে তাকে এমনটিই করতে দেখেছি।

সাহল ইবনে আবি হাসামাহ রাযি. থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, তার গোত্রের একটি দল খায়বার অভিমুখে যাত্রা করেছিল। সেখানে গিয়ে তারা বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় এবং তাদের একজনকে নিহত অবস্থায় পায়। যেখানে তাকে নিহত অবস্থায় পাওয়া যায় সেখানকার অধিবাসীদেরকে তারা বলে, তোমরাই আমাদের সাথিকে হত্যা করেছ।

সেখানকার অধিবাসীরা বলল, আমরা হত্যা করিনি আর আমরা কোনো হত্যাকারীর কথা জানি না।

তাই তারা নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকটে এসে বলল, হে আল্লাহর রাসুল, আমরা খায়বারের অভিমুখে যাত্রা করেছিলাম। সেখানে আমাদের এক সাথিকে নিহত অবস্থায় পেয়েছি।

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তোমাদের মধ্যকার বড় ব্যক্তিকে কথা বলতে দাও।

এরপর তাদেরকে বললেন, তাকে যে হত্যা করেছে তার বিরুদ্ধে কি তোমরা প্রমাণ পেশ করতে পারবে?

তারা বলল, আমাদের কোনো প্রমাণ নেই।

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তাহলে তারা কি শপথ করতে রাজি আছে?

তারা বলল, আমরা ইহুদিদের শপথের ব্যাপারে সন্তুষ্ট নই।

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিহত ব্যক্তির রক্ত বৃথা যাওয়াকে পছন্দ করলেন না। তাই সদকার একশত উট দিয়ে তার রক্তপণ দিয়ে দিলেন।[১০]

এখানে দেখতে পেলাম, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একজন সাহাবি নিহত হয়েছেন। সন্দেহের তির ছিল খায়বারের ইহুদিদের দিকে। কিন্তু রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার সাহাবিগণের পক্ষপাতিত্ব করে প্রমাণ ছাড়াই অমুসলিমদের ওপর হত্যার দায় চাপিয়ে দেননি। আর তাই প্রকৃত রহস্য উদঘাটন করার উদ্দেশ্যে তিনি তাদের সাথে কথোপকথন শুরু করেছেন, প্রমাণ চেয়েছেন; কিন্তু নিহত ব্যক্তির পক্ষের লোকদের কাছ থেকে কোনো প্রমাণ পাননি। এরপর বিবাদী (ইহুদি)-দের কাছ থেকে শপথ চেয়েছেন। কিন্তু নিহত ব্যক্তির পক্ষের লোকেরা এ প্রস্তাব প্রত্যাখান করেছে। কারণ, তারা জানে যে, ইহুদিরা হচ্ছে এমন সম্প্রদায়, যারা আল্লাহ সুবহানাহু তাআলার সত্তার ব্যাপারেই মিথ্যারোপ করে। সুতরাং মানুষের ব্যাপারে তারা কী করবে, তা সহজেই অনুমেয়।

কিন্তু রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রমাণ ব্যতিরেকে কারও বিপক্ষে কোনো সিদ্ধান্ত প্রদান করেন না। তাই প্রমাণ না থাকায় তিনি ইহুদিদেরকে নির্দোষ ঘোষণা করলেন। তবে নিহত ব্যক্তির রক্তপণ তার নিজের পক্ষ থেকেই আদায় করলেন।

৬. পরামর্শের মাধ্যমে সবচেয়ে সুন্দর মতের অনুসন্ধান

নিশ্চয়ই রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইসলামি সাম্রাজ্যের রূপরেখা প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। মুসলমানদের জন্য আবশ্যক হচ্ছে তা অনুসরণ করা এবং তাদের জীবনে এর থেকে অনুপ্রেরণা গ্রহণ করা।

একটি ন্যায়ভিত্তিক প্রশাসনিক ব্যবস্থা কখনোই নিপীড়ন, স্বৈরশাসন এবং একনায়কতন্ত্রের ওপর প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না। আর পরামর্শ এবং প্রশাসনিক সিদ্ধান্তসমূহে সকলের অংশীদারত্ব নিশ্চিত করা একটি সফল প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনার সবচেয়ে গুরুত্ববহ স্তম্ভ। এ জন্যই আল্লাহ

---

[১০] বুখারি, পরিচ্ছেদ : রক্তপণ, অধ্যায় : শপথ করা, হাদিস নং-৬৫০২। হাদিসের বাক্য তার সনদ থেকেই চয়িত। মুসলিম, পরিচ্ছেদ : শপথ, যোদ্ধা, কিসাস এবং রক্তপণের হুকুম, অধ্যায় : শপথ করা, হাদিস নং ১৬৬৯।

সুবহানাহু তাআলা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তার সাহাবিগণের সাথে পরামর্শ করার আদেশ দিয়েছেন। তিনি বলেছেন—

﴿وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ﴾

"তাদের সাথে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে পরামর্শ করুন।"

[সুরা আলে ইমরান : ১৫৯]

তিনি মুমিনদের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছেন—

﴿وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ﴾

"আর তাদের কাজকর্ম পারস্পরিক পরামর্শক্রমে সম্পন্ন হয়।"

[সুরা শুরা : ৩৮]

যেহেতু পরামর্শ করা মুমিনদের বৈশিষ্ট্য এবং এটিই আল্লাহ তাআলার নির্দেশিত শাসনব্যবস্থার নীতি, তাই রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার সাহাবায়ে কেরামের সাথে আচরণের ক্ষেত্রে এই পদ্ধতি অনুসরণ করাটাই স্বাভাবিক। এতে আশ্চর্যান্বিত হওয়ার কিছু নেই। সাহাবায়ে কেরামের সাথে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পরামর্শের একটি নমুনা নিম্নরূপ, যা হযরত উমর রাযি. থেকে বর্ণিত হয়েছে—

বদরের যুদ্ধের দিন রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার সাহাবাগণের দিকে তাকালেন। দেখলেন তারা সংখ্যায় তিনশত-এর কিছু বেশি। মুশরিকদের দিকে তাকিয়ে দেখলেন তারা সংখ্যায় সহস্রাধিক। তখন রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কেবলামুখী হলেন এবং তার দু-হাত প্রসারিত করলেন। এ সময় তার পরনে ছিল চাদর এবং ইযার। এরপর তিনি দুয়া করলেন, "হে আল্লাহ, আপনি আমাকে যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন তা বাস্তবায়ন করুন। হে আল্লাহ, আপনি আমাকে যে ওয়াদা দিয়েছেন তা দান করুন। হে আল্লাহ, আপনি যদি ইসলামের এই দলকে ধ্বংস করে দেন তাহলে পৃথিবীতে আপনার ইবাদত করার মতো আর কেউ থাকবে না।"

উমর রাযি. বলেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এভাবে আল্লাহ তাআলার কাছে সাহায্য প্রার্থনা এবং দুয়া করতেই থাকলেন; এমনকি তার চাদর পড়ে গেল। আবু বকর রাযি. এসে চাদরটি উঠিয়ে তাকে দিলেন। এরপর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পেছনে বসে থাকলেন।

এরপর তিনি বললেন, হে আল্লাহর রাসুল, আল্লাহ তাআলার কাছে আপনার প্রার্থনা যথেষ্ট হয়েছে। নিশ্চয়ই তিনি আপনার প্রতি তার প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়ন করবেন।

আর আল্লাহ তাআলা অবতীর্ণ করে দিলেন—

﴿إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُم بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُرْدِفِينَ﴾

> "যখন তোমরা তোমাদের প্রভুর কাছে সাহায্য প্রার্থনা করছিলে তখন তিনি এই বলে সাড়া দিলেন যে, নিশ্চয়ই আমি তোমাদেরকে ধারাবাহিকভাবে আগত সহস্র ফেরেশতার মাধ্যমে সাহায্য করব।"
> [সুরা আল-আনফাল : ৯]

যুদ্ধের দিন আসল এবং উভয় দল মুখোমুখি হলো। আল্লাহ তাআলা মুশরিকদের পরাজিত করলেন। তাদের ৭০ জন নিহত এবং ৭০ জন বন্দি হলো। তখন রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবু বকর, উমর এবং আলি রাযি.-এর সাথে পরামর্শ করলেন।

আবু বকর রাযি. বললেন, হে আল্লাহর নবী, তারা সকলেই আমাদের চাচাত ভাই, পরিবার-পরিজন এবং সহোদর। তাই আমি মনে করি আপনি তাদের কাছ থেকে মুক্তিপণ গ্রহণ করুন। তাহলে আমরা তাদের কাছ থেকে যা গ্রহণ করব তা কাফিরদের বিরুদ্ধে আমাদের শক্তি সঞ্চার করবে। হয়তো এর বদৌলতে আল্লাহ তাআলা তাদের সুপথ দিয়েও দিতে পারেন। তখন তারা আমাদের জন্য বাহুবল হয়ে দাঁড়াবে।

তখন রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন,

"হে খাত্তাবের পুত্র, তোমার কী মত?"

তিনি বলেন, আমি বললাম, আল্লাহর শপথ, আমি আবু বকরের সাথে ঐকমত্য পোষণ করতে পারছি না। তবে আমার অভিমত হচ্ছে, আপনি আমাকে অমুকের (উমর রাযি.-এর নিকটাত্মীয়) ব্যাপারে অধিকার প্রদান করবেন—আমি তার গর্দান উড়িয়ে দেবো। আলিকে সুযোগ দেবেন—সে আকিলের গর্দান উড়িয়ে দেবে। আর হামজাকে তার অমুক ভাইয়ের ব্যাপারে অধিকার প্রদান করবেন—সে তার গর্দান উড়িয়ে দেবে; যেন আল্লাহ বুঝতে পারেন আমাদের অন্তরে মুশরিকদের জন্য এতটুকুও

নমনীয়তা নেই। এরাই তাদের মুখ্য, নেতা এবং পরিচালক। তখন রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবু বকর রাযি.-এর মতকেই আমার মতের ওপর প্রাধান্য দিলেন। ফলে তাদের কাছ থেকে মুক্তিপণ গ্রহণ করলেন।

উমর রাযি. বলেন, পরদিন সকালেই আমি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকটে গিয়ে দেখলাম, তিনি এবং আবু বকর রাযি. বসে আছেন। তারা দুজনই ক্রন্দনরত অবস্থায় ছিলেন।

আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসুল, আমাকে বলুন আপনি এবং আপনার সঙ্গী কেন কাঁদছেন? তাতে যদি আমার কান্না আসে তাহলে আমিও কাঁদব আর যদি না আসে তাহলে আপনাদের দুজনের কান্নার কারণে আমিও কান্নার ভান করব।

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, "আমি কাঁদছি তোমার সাথি-সঙ্গীরা আমাকে তাদের কাছ থেকে মুক্তিপণ গ্রহণের পরামর্শ দেওয়ার কারণে। নিশ্চয়ই আমার কাছে বন্দিদের শাস্তি দেওয়ার প্রস্তাবকে এর তুলনায় তুচ্ছ করে উপস্থাপন করা হয়েছে"।

কিছুক্ষণ যেতেই আল্লাহ তাআলা অবতীর্ণ করে দিলেন—

﴿مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَكُونَ لَهُ أَسْرَىٰ حَتَّىٰ يُثْخِنَ فِي الْأَرْضِ ۚ تُرِيدُونَ عَرَضَ الدُّنْيَا وَاللَّهُ يُرِيدُ الْآخِرَةَ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ○ لَّوْلَا كِتَابٌ مِّنَ اللَّهِ سَبَقَ لَمَسَّكُمْ فِيمَا أَخَذْتُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾

"কোনো নবীর জন্য উচিত নয় বন্দিদেরকে নিজের কাছে রাখা, যতক্ষণ না তারা দেশময় প্রচুর রক্তপাত ঘটায়। তোমরা পার্থিব সম্পদ কামনা করো, অথচ আল্লাহ চান আখিরাত। আর আল্লাহ তাআলা হচ্ছেন পরাক্রমশালী এবং প্রজ্ঞাবান। যদি পূর্ব থেকেই সিদ্ধান্ত নির্ধারিত না হতো তাহলে তোমরা যা গ্রহণ করেছ (অর্থাৎ তোমরা যে মুক্তিপণ গ্রহণ করেছ) সে জন্য বিরাট শাস্তির সম্মুখীন হতে।"

[সুরা আনফাল : ৬৭, ৬৮]

এরপর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবায়ে কেরামের জন্য গনিমত অর্থাৎ যুদ্ধলব্ধ সম্পদ বৈধ করে দেন।[১১]

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার এবং তার সম্মানিত পরিবার-পরিজনের একান্ত ব্যক্তিগত বিষয়েও সাহাবায়ে কেরামের সাথে পরামর্শ করতেন। ইফকের ঘটনার সময় সাহাবায়ে কেরামের মাঝে আয়েশা রাযি. সম্পর্কে অসৎ ধারণা ছড়িয়ে পড়লে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আলি রাযি. এবং উসামা ইবনে যায়েদ রাযি.-কে ডাকেন। তখন ওহির অবতরণ বন্ধ ছিল। তিনি তাদের কাছে তার স্ত্রী পরিত্যাগের ব্যাপারে পরামর্শ কামনা করেন।

উসামা রাযি. রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের স্ত্রীগণের নিষ্কলুষতার কথা জানতেন এবং তার অন্তরে তাদের প্রতি শ্রদ্ধা বদ্ধমূল ছিল। তাই তিনি সে দিকে লক্ষ করেই বললেন, হে আল্লাহর রাসুল, তারা আপনার পরিবারের সদস্য। আমরা তাদের ব্যাপারে ভালো ব্যতীত মন্দ কিছু জানি না।

কিন্তু আলি রাযি. চিন্তা করছিলেন, কীভাবে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রশান্তি লাভ করতে পারেন এবং লোকমুখে প্রচলিত এই মন্দ ধারণা থেকে নিষ্কৃতি লাভ করতে পারেন। তাই তিনি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বললেন, আল্লাহ তাআলা আপনার জন্য কোনো কিছু সংকীর্ণ করেননি। আর তারা ছাড়াও আরও অনেক নারী আছে।

অর্থাৎ হে আল্লাহর রাসুল, আপনি তাকে বাদ দিয়ে অন্য কাউকে বিয়ে করতে পারেন। কিন্তু তিনি উপলব্ধি করতে পারলেন যে, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার সিদ্ধান্ত গ্রহণের পূর্বে বাস্তবতা ও প্রকৃত অবস্থা জানতে চান। তাই তিনি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বাস্তবতা সম্পর্কে জানার জন্য প্রায় কার্যকর একটি উপায় জানিয়ে দিলেন। তা

---

[১১] মুসলিম, পরিচ্ছেদ : জিহাদ এবং যুদ্ধ, অধ্যায় : বদরের যুদ্ধে ফেরেশতার মাধ্যমে সাহায্য এবং গনিমতের সম্পদ বৈধকরণ সম্পর্কিত, হাদিস নং ১৭৬৩। মুসনাদে আহমাদ, হাদিস নং ২০৮। সুনানুল কুবরা-ইমাম বায়হাকি, তাহকিক : মুহাম্মদ আবদুল কাদির আতা, মাকতাবা দারুল বায, মক্কা মুকাররমা, ১৪১৪ হিজরি, ১৯৯৪ খ্রিষ্টাব্দ, হাদিস নং ১২৬২২।

হচ্ছে—আপনি বাঁদিকে জিজ্ঞাসা করুন, সে আপনার কাছে সত্য ঘটনা বলবে।

এই গেল এক ঘটনা। একই ব্যাপারে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খাদেমা বারিরা রাযি.-এর সাথেও কথোপকথন করেছেন। বারিরা রাযি. বর্ণনা করেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে ডেকে বললেন, ওহে বারিরা, তুমি কি আয়েশার কাছ থেকে এমন কিছু দেখেছ, যা তোমার কাছে সন্দেহজনক মনে হয়েছে?

বারিরা তাঁকে বললেন, সেই সত্তার শপথ যিনি আপনাকে সত্য বাণী দিয়ে প্রেরণ করেছেন, আমি কখনোই এমন কিছু দেখিনি, যার মাধ্যমে আমি তাকে দোষী মনে করব। এর চেয়ে বড় কথা হলো, তিনি একজন অল্প বয়স্কা কিশোরী; যিনি তার পরিবারের জন্য বানানো ময়দার খামিরা রেখেই ঘুমিয়ে পড়েন, এরপর গৃহপালিত পশুরা এসে তা খেয়ে ফেলে।[১২]

সুতরাং আম্মাজান আয়েশা রাযি.-এর আচরণে সন্দেহজনক কিছুই ছিল না। খাদেমার কাছে যে ব্যাপারটি সমস্যা মনে হয়েছে তা হচ্ছে, তিনি অল্প বয়স্কা কিশোরী; যিনি ময়দার খামিরা বানাতে গিয়ে তা রেখেই ঘুমিয়ে পড়েন, এমনকি গৃহে আগমনকারী পশু-পাখি এসে তা খেয়ে ফেলে। আর এগুলো হচ্ছে অল্প বয়স্কা, নিষ্কলুষ এবং সরল মেয়েদের কাজ। এ কথার মাধ্যমেই রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে আয়েশা রাযি.-এর প্রতিটি অপবাদ থেকে নির্দোষ হওয়ার কথা স্পষ্ট হয়ে যায়। পরবর্তীতে আল্লাহ তাআলা প্রকৃত অবস্থা স্পষ্ট করে সুরা নুরের আয়াতসমূহের ওহি প্রেরণ করেছেন এবং যারা এই নিন্দা রটিয়েছে এবং প্রচার করেছে তাদের অপদস্থ করেছেন।

* * *

[১২] বুখারি : পরিচ্ছেদ : তাফসির, সুরা নুর, হাদিস নং ৪৪৭৩। মুসলিম : পরিচ্ছেদ : তওবা, অধ্যায় : ইফকের ঘটনা এবং অপবাদ দাতার তওবা কবুল হওয়া সম্পর্কিত, হাদিস নং ২৭৭০।

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কথোপকথনে সুন্দর উপস্থাপনা

যেভাবে আমরা কথোপকথনে মহৎ উদ্দেশ্য ধারণ করার ক্ষেত্রে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মহান আদর্শ ও দিশারীরূপে পেলাম, একইভাবে কথোপকথনে সুন্দর উপস্থাপনার ক্ষেত্রেও আমরা তাঁকে অনুরূপ অবস্থানেই পাব। তাঁর সুন্দর উপস্থাপনার কিছু উপলক্ষ আমরা এখানে দেখতে পাব—

১. প্রকাশভঙ্গি এবং শব্দচয়ন

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহধর্মিণী আম্মাজান আয়েশা রাযি. থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, আমি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এই আয়াত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম,

﴿وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوا وَّقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ﴾

> "আর যারা যা দান করবার, তা ভীত এবং কম্পিত হৃদয়ে দান করে।"
> [সুরা আল-মুমিনুন : ৬০]

আয়েশা রাযি. বললেন, এ সমস্ত লোক কি তারা, যারা মদ পান করে এবং চুরি করে?

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, ওহে সিদ্দিকের মেয়ে, বিষয়টি এরূপ নয়; বরং তারা হচ্ছে ওই সকল লোক, যারা রোজা রাখে, নামাজ পড়ে, সদকা প্রদান করে এবং তারা আশঙ্কা করে যে, তাদের এ সমস্ত আমল কবুল করা হবে না। তারা হচ্ছে ওই সকল লোক, যারা সৎ কাজে দ্রুতগামিতার প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হয় এবং তারা এ জন্য অগ্রগামী হয়ে থাকে।[১৩]

---

[১৩] তিরমিযি, হাদিস নং ৩১৭৫। আলবানি হাদিসটিকে সহিহ সাব্যস্ত করেছেন, তার সিলসিলাতুস সহিহাহ দ্রষ্টব্য। মাকতাবাতুল মা'আরিফ-রিয়াদ, প্রথম সংস্করণ, ১৯৯৫ হিজরি, ১/৩০৪, হাদিস নং ১৬২।

আম্মাজান আয়েশা রাযি. আয়াতের তাফসির এবং তার মর্ম অনুধাবনে ভুল করা সত্ত্বেও রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এখানে তার প্রতি সম্মান বোঝাতে সিদ্দিকের মেয়ে বলে সম্বোধন করেছেন। তিনি এমনটি করেছেন—যাতে করে তিরস্কার এবং অসম্পূর্ণতার স্থলেও কথোপকথনের শিষ্টাচার বর্ণনা করতে পারেন।

২. অপরের প্রতি নিবিড় মনোযোগ স্থাপন

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার আলাপচারিতার ক্ষেত্রে অপর কথকের কথা মনোযোগ দিয়ে শ্রবণ করতেন; এমনকি যদি তার কথা দীর্ঘ হতো তবুও। মুয়াবিয়া ইবনুল হাকাম আস-সুলামি থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, আমি একদিন রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে নামাজ পড়ছিলাম। তখন উপস্থিত লোকদের মধ্য হতে কেউ একজন হাঁচি দিলে আমি বললাম, ইয়ারহামুকাল্লাহ (আল্লাহ আপনার ওপর রহম করুন)। তখন উপস্থিত লোকেরা আমার দিকে চোখ পাকিয়ে তাকায়। আমি তাদেরকে বললাম, তোমাদের জন্য দুর্ভোগ! আমার দিকে এভাবে তাকিয়ে আছ কেন?

তখন তারা তাদের হাত দিয়ে রানে আঘাত করতে লাগল। যখন আমি বুঝতে পারলাম যে, তারা আমাকে চুপ করাতে চাচ্ছে তখন আমি চুপ হয়ে গেলাম। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নামাজ শেষ হলো। আমার পিতা-মাতা তার প্রতি উৎসর্গ হোক। আমি তার পূর্বে এবং পরবর্তীকালে তার চেয়ে উত্তম শিক্ষাদাতা কোনো শিক্ষক দেখিনি। আল্লাহর শপথ, তিনি আমাকে ধমক দেননি, প্রহার করেননি, তিরস্কারও করেননি। তিনি শুধু এতটুকু বললেন, নামাজের মধ্যে মানুষের কথাবার্তা বলা ঠিক নয়। নামাজে শুধু তাসবিহ, তাকবির উচ্চারণ করা হয় এবং কুরআন তেলাওয়াত করা হয়।

আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসুল, সবেমাত্র কিছুদিন হলো আমি জাহিলিয়্যাত থেকে প্রত্যাবর্তন করেছি। আল্লাহ তাআলা ইসলাম পাঠালেন, অথচ আমাদের মধ্যকার কিছু লোক এখনো গণকদের কাছে যায়।

তিনি বললেন, তাহলে তুমি তাদের কাছে যেয়ো না।

আমি বললাম, অনেকেই অশুভ ইঙ্গিত গ্রহণ করে।

তিনি বললেন, এটি এমন এক বিষয়, যা তারা তাদের অন্তরে উপলব্ধি করে। ফলে তা তাদেরকে বাধা দিতে পারে না। অপর বর্ণনায় আছে, তা যেন তোমাদেরকে বাধা দিতে না পারে।

তিনি বলেন, আমি বললাম, আমাদের মধ্যে এমন কিছু লোক আছে, যারা রেখা অঙ্কন করে।

তিনি বললেন, আল্লাহ তাআলার নবীগণের মধ্য হতে একজন নবী রেখা অঙ্কন করতেন। যদি তার সাথে মিলে যায় তাহলে ঠিক আছে।

বর্ণনাকারী বলেন, আমার একটি বাঁদি ছিল। সে উহুদ এবং জাওয়ানিয়া পাহাড়ে বকরি পাল চরাত। একদিন সে পাহাড়ে উঠে দেখে, এক নেকড়ে এসে তার পাল থেকে একটি বকরি নিয়ে গেছে। আমি একজন মানুষ। তাই মানুষের মতোই আফসোস করতে লাগলাম। তবে আমি তাকে কঠোর প্রহার করলাম। তারপর আমি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকটে এলে তিনি এ কাজের জন্য আমাকে তিরস্কার করলেন। আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসুল, তাহলে আমি তাকে মুক্ত করে দিই?

তিনি বললেন, তাকে আমার কাছে নিয়ে এসো।

তখন আমি তাকে নিয়ে আসলাম। তিনি তাকে জিজ্ঞেস করলেন, আল্লাহ কোথায়?

বাঁদি বলল, ঊর্ধ্বাকাশে।

তিনি বললেন, আমি কে?

বাঁদি বলল, আপনি হলেন আল্লাহ তাআলার রাসুল।

এরপর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তাকে মুক্ত করে দাও। কারণ, সে ঈমানদার নারী।[১৪]

আমরা এই কথোপকথনে সাহাবি মুয়াবিয়া ইবনুল হাকাম আস-সুলামির দীর্ঘ আলাপচারিতা এবং প্রশ্ন দেখতে পেলাম। তিনি এমনটি করেছিলেন রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উদার মানসিকতা এবং বিরক্তিমুক্তভাবে মনোযোগ দিয়ে শ্রবণ করা দেখে।

---

[১৪] মুসলিম : পরিচ্ছেদ : মসজিদ এবং নামাজের স্থান, অধ্যায় : নামাজের মধ্যে কথা বলা হারাম হওয়া এবং পূর্বের বৈধতা রহিত হওয়া সম্পর্কিত, হাদিস নং ৫৩৭। আবু দাউদ, হাদিস নং ৯৩০। নাসায়ি, হাদিস নং ১১৪১। মুসনাদে আহমাদ, হাদিস নং ২৩৮১৬। ইবনে হিব্বান, হাদিস নং ২২৪৭।

৩. কথোপকথনের সময়ে মুচকি হাসা

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চরম বিপদ এবং রাগের মুহূর্তেও মুচকি হাসতেন। উমর ইবনে খাত্তাব রাযি. রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক তার স্ত্রীগণের কাছ থেকে এক মাস অথবা ২৯ দিন পৃথক থাকার হাদিস বর্ণনা করেছেন। হাদিসের মধ্যে তিনি বলেন,

"আমরা আলোচনা করছিলাম যে, গাসসানের অধিবাসীরা আমাদের সাথে যুদ্ধ করার জন্য ঘোড়া প্রস্তুত করছে। আমার সঙ্গী তার পালার দিন থেকে গেল। সেদিন রাতে সে ফিরে এসে আমার দরজায় সজোরে আঘাত করল এবং জিজ্ঞেস করল, উমর কি ঘুমিয়ে গেছেন? আমি ভয় পেয়ে গেলাম, বের হয়ে তার কাছে যেতেই সে বলল, এক বিরাট কাণ্ড ঘটে গেছে! আমি বললাম, কী হয়েছে? গাসসানীরা কি এসে পড়েছে? সে বলল, না, তা নয়; বরং এর চাইতেও বিরাট কাণ্ড। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার স্ত্রীগণকে বিচ্ছিন্ন করেছেন।

উমর রাযি. বললেন, হাফসা ক্ষতিগ্রস্ত এবং বঞ্চিত হোক। আমি আগেই ধারণা করেছিলাম, এমনটি ঘটবে। তারপর আমি আমার কাপড় পরিধান করে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে ফজর নামাজ আদায় করলাম। নামাজ শেষে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক উঁচু কামরায় প্রবেশ করে নিভৃতে চলে গেলেন। আমি হাফসার কাছে গিয়ে দেখলাম, সে ক্রন্দনরত অবস্থায় আছে। আমি বললাম, এখন কাঁদছ কেন? আমি কি তোমাকে আগেই সতর্ক করিনি? রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কি তোমাদেরকে তালাক দিয়েছেন?

হাফসা বলল, আমি জানি না। তিনি এভাবেই উঁচু কামরায় অবস্থান করছেন। আমি সেখান থেকে বের হয়ে মসজিদের মিম্বারের নিকটে গেলাম। দেখতে পেলাম, মিম্বারের আশপাশে একদল সাহাবি অবস্থান করছেন। তাদের মধ্য হতে কেউ কেউ কান্না করছেন। আমি তাদের সাথে অল্প কিছুক্ষণ বসলাম। কিন্তু আমার ভেতরের চিন্তা আমাকে পরাজিত করল। তাই আমি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে উঁচু কামরায় অবস্থান করছিলেন সেখানে গেলাম। তার এক কৃষ্ণ গোলামকে বললাম, উমরের জন্য প্রবেশের অনুমতি চাও। সে কামরায় প্রবেশ করে রাসুল

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে কথা বলে আবার বের হয়ে আসল। এসে বলল, আমি তাঁর কাছে আপনার কথা উল্লেখ করেছি। তিনি নীরবতা অবলম্বন করেছেন। আমি ফিরে এসে মিম্বারের পাশে উপবিষ্ট সাহাবাদের সাথে বসলাম। তারপর আমার ভেতরের চিন্তা আবার আমাকে পরাজিত করল। আমি আবার সেখানে গেলাম। গোলামটি আগেরবারের মতো একই কথা বলল। আমি আবার মিম্বারের পাশে থাকা দলটির সঙ্গে বসলাম। আবার ভেতরের চিন্তা প্রবল হলো। আমি গোলামের কাছে এসে বললাম, উমরের জন্য অনুমতি চাও। সে আগেরবারের মতো একই কথা বলল।

আমি যখন ফেরার পথ ধরেছি তখন শুনতে পেলাম, গোলামটি আমাকে ডাকছে। সে বলল, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আপনাকে অনুমতি দিয়েছেন।

তখন আমি তার নিকটে প্রবেশ করলাম। দেখতে পেলাম তিনি এক ধূলোমলিন চাটাইয়ের ওপর শুয়ে আছেন। তার এবং চাটাইয়ের মাঝখানে কোনো বিছানা নেই। ধূলিকণা তার পিঠে চিহ্ন এঁকে দিয়েছে। তিনি হেলান দিয়ে আছেন চামড়ার একটি বালিশে, যার ভেতরে খেজুর পাতা ভর্তি। আমি তাকে সালাম দিলাম। তারপর দাঁড়ানো অবস্থায়ই জিজ্ঞেস করলাম, আপনি কি আপনার স্ত্রীগণকে তালাক দিয়েছেন? তিনি আমার দিকে চোখ উঁচিয়ে তাকালেন এবং বললেন, না।

আমি দণ্ডায়মান অবস্থাতেই আবার বললাম, হে আল্লাহর রাসুল, মনোযোগ দিয়ে শ্রবণ করুন। আপনি যদি আমার প্রতি লক্ষ করেন তাহলে দেখবেন, আমরা ছিলাম কুরাইশের একটি দল। আমরা নারীদের ওপর প্রভাব বিস্তার করতাম। কিন্তু যখন থেকে আমরা এমন জাতির নিকটে এলাম, যাদেরকে তাদের নারীরা দমিয়ে রাখে (তখন থেকে এই দুরাবস্থা হলো)। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ কথা শুনে মুচকি হাসলেন। এরপর আমি বললাম, আপনি যদি লক্ষ করেন তাহলে দেখবেন, আমি হাফসার কাছে গিয়ে তাকে বলেছি—যদি তোমার প্রতিবেশিনী রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে তোমার চেয়ে অধিক প্রিয় হয় তাহলে তা যেন তোমাকে বিভ্রান্ত না করে। (প্রতিবেশিনী শব্দ দিয়ে আয়েশা রাযি.-এর দিকে ইঙ্গিত করেছেন)। এ কথা শুনে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরেকবার মুচকি হাসলেন। আমি তাকে মুচকি হাসতে দেখে বসে

গেলাম। এরপর আমি তার ঘরের দিকে তাকালাম। আল্লাহর শপথ, আমি তাতে তিনটি চামড়ার থলে ছাড়া আর কোনো আকর্ষণীয় বস্তু দেখিনি, যা দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারে। তখন আমি বললাম, আল্লাহ তাআলার কাছে দুয়া করুন, যেন তিনি আপনার উম্মতের জন্য প্রশস্ততার পথ খুলে দেন। কারণ, পারস্য এবং রোমীয়দেরকে প্রশস্ততা ও পার্থিব সমৃদ্ধি দেওয়া হয়েছে; অথচ তারা আল্লাহ তাআলার ইবাদত করে না। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হেলান দেওয়া ছিলেন। তিনি বললেন, "হে খাত্তাবের পুত্র, তুমি কি সংশয়ে নিপতিত? তারা হচ্ছে এমন সম্প্রদায়, যাদের জন্য পার্থিব জীবনেই সকল ভোগ-বিলাস ত্বরান্বিত করা হয়েছে। আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসুল, আমার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করুন।"[১৫]

৪. অপরের মত গ্রহণ এবং দীর্ঘ সংলাপে না যাওয়া

পরামর্শসভার সবাই মিলে যে বিষয়ের ওপর একমত হতেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা-ই বাস্তবায়ন করতেন এবং চালু রাখতেন। তাদের সিদ্ধান্ত যদি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মতের বিপরীত হতো তবুও। উহুদ যুদ্ধের কিছু সময় পূর্বে এমনটি ঘটেছিল। কুরাইশদের আগমন-সংবাদ জেনে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবায়ে কেরামের সাথে পরামর্শ করছিলেন। জাবের ইবনে আবদুল্লাহ রাযি. বর্ণনা করেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, "আমি স্বপ্নে দেখলাম, আমি এক সুরক্ষিত বর্ম পরিহিত অবস্থায় আছি। আর দেখলাম, একটি ছাগল কুরবানি দেওয়া হচ্ছে। আমি এর ব্যাখ্যা করলাম এভাবে যে, সেই সুরক্ষিত বর্ম হচ্ছে মদিনা মুনাওয়ারা আর ছাগল হচ্ছে আমার উম্মত। আল্লাহই ভালো জানেন।"

জাবের রাযি. বলেন, এরপর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবিগণকে বললেন, "আমরা মদিনাতে অবস্থান নিলে যদি তারা আমাদের সীমানায় প্রবেশ করে তাহলে সেখানেই আমরা তাদের সাথে লড়াই করব।"

---

[১৫] বুখারি, পরিচ্ছেদ : অত্যাচার, অধ্যায় : ছাদে বা অন্যান্য স্থানে উঁচু কামরা নির্মাণ সম্পর্কিত, হাদিস নং ২৩৩৬। (তাহকিক প্রয়োজন) মুসলিম, পরিচ্ছেদ : তালাক, অধ্যায় : স্ত্রীদের কাছ থেকে ইলা করা এবং বিচ্ছিন্ন হওয়া এবং তাদের ইখতিয়ার প্রদান এবং আল্লাহ তাআলার বাণী : ﴿وان تظاهرا﴾ [সুরা তাহরিম : ৪] সম্পর্কিত, হাদিস নং ১৪৭৯।

সাহাবিগণ বললেন, "তারা তো জাহেলি যুগেই আমাদের এখানে প্রবেশ করতে পারেনি। তাহলে ইসলাম গ্রহণের পর প্রবেশ করতে দিই কীভাবে?" রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, "ও তোমাদের এই ব্যাপার!" এ কথা বলেই তিনি বর্ম পরিধান করলেন।

জাবের রাযি. বলেন, এর পরিপ্রেক্ষিতে আনসারদের বক্তব্য হলো, আমরা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সিদ্ধান্ত ফিরিয়ে নিতে চাইলাম। ফলে তারা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকটে এসে বলল, হে আল্লাহর রাসুল, আপনার কথাই থাক।

কিন্তু রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, "কোনো নবী যখন বর্ম পরিধান করে ফেলেন তখন তার জন্য লড়াই করা ব্যতীত তা খুলে ফেলা শোভনীয় নয়।"[১৬]

সে সময়ে এমন ঘটনা ছিল খুবই বিরল; বরং আমরা বলতে পারি, সে সময়ে এমন ঘটনা ছিল অসম্ভব। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অধিকাংশের মতের ওপর সাড়া দিলেন; যা তার মতের একেবারেই বিপরীত ছিল। যখন সাহাবিগণ তার সন্তুষ্টির লক্ষ্যে তার সিদ্ধান্ত মেনে নিতে চাইলেন তখন তিনি তাদের এ কথা বলে ফিরিয়ে দিলেন যে, আল্লাহ তাআলার নির্দেশ অনুযায়ী অধিকাংশের মতকে বাস্তবায়ন করা আবশ্যক। আর সকলের উচিত সেই মত মেনে নেওয়া। এ ক্ষেত্রে শাসক থাকবে সকলের অগ্রগামী; চাই সে নবীই হোক না কেন।

এমনিভাবে খন্দকের যুদ্ধ এবং মুশরিকদের দ্বারা মদিনা মুনাওয়ারা অবরোধের সময়ও এমনই এক ঘটনা ঘটেছিল। সে যুদ্ধে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দৃঢ় প্রতিরোধকারীরূপে দাঁড়িয়ে যান। মুশরিকরাও

---

[১৬] মুসনাদে আহমাদ, হাদিস নং ১৪৮২৯। শু'আইব আরনাউত বলেন, হাদিসটি মুসলিম রহ.-এর শর্ত অনুযায়ী সহিহ লি গাইরিহি। সুনানে দারেমি, হাদিস নং ২১৫৯, তাহকিক : ফাওয়ায আহমাদ যামরালি এবং খালেদ আস-সাবউল ইলমি, দারুল কিতাবিল আরাবিয়্যাহ-বৈরুত, প্রথম সংস্করণ, ১৪০৭ হিজরি। মুসান্নাফে আবদুর রাজ্জাক, হাদিস নং ৯৭৩৫, তাহকিক : হাবিবুর রহমান আযমি, আল-মাকতাবুল ইসলামি-বৈরুত, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৪০৩ হিজরি। ইমাম হায়সামি বলেন, আহমাদ রহ. হাদিসটি এনেছেন এবং এর প্রত্যেক বর্ণনাকারীগণই সহিহ। দেখুন, মাজমাউয যাওয়ায়েদ, ৬/১০৬, হাদিস নং ১০০৫৬। আলবানি হাদিসটিকে সহিহ আখ্যা দিয়েছেন। দেখুন, আসসিলসিলাতুস সহিহাহ, হাদিস নং ১১০০।

প্রায় একমাসের মতো সময় তাঁকে অবরোধ করে রাখে। এ সময়ে তাদের মাঝে তির নিক্ষেপ ব্যতীত অন্য কোনো সংঘর্ষ হয়নি।

যখন লোকদের জন্য বিপদ তীব্র আকার ধারণ করল তখন রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উয়াইনা ইবনে হিসন ইবনে হুযায়ফা ইবনে বদর এবং হারেস ইবনে আউফ ইবনে আবি হারেসা আল-মুররির কাছে সংবাদ পাঠালেন। তারা উভয়েই ছিল গাতফান গোত্রের সেনাপতি। তিনি তাদেরকে মদিনার ফল-ফলাদির তিন ভাগের এক ভাগ প্রদান করলেন; যাতে করে তারা তাদের অনুগত সৈন্যদলকে নিয়ে চলে যায়। তাদের মাঝে সন্ধিচুক্তি সম্পাদিত হতে থাকে। এমনকি তারা চুক্তি লিপিবদ্ধও করে ফেলে। তবে তাদের মাঝে কোনো সাক্ষী রাখা হয়নি এবং চুক্তি দৃঢ়ও করা হয়নি। বরং শুধু সাধারণ একটি চুক্তি হয়।

এ কাজ পরিপূর্ণরূপে সম্পন্ন করার সময় এলে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাদ ইবনে মুয়াজ ও সাদ ইবনে উবাদাহ রাযি.-কে ডেকে পাঠান এবং তাদের কাছে এ ব্যাপারে পরামর্শ কামনা করেন। তারা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলেন, এটি কি এমন কোনো বিষয়, যা আপনার নিকট পছন্দনীয়? তাহলে তা আমরা করতে রাজি আছি। নাকি এমন কোনো বিষয়, যে সম্পর্কে আল্লাহ আপনাকে নির্দেশ দিয়েছেন, যা আমাদের জন্য অত্যাবশ্যক? নাকি এমন কোনো বিষয়, যা আপনি আমাদের ভালোর জন্য করতে চাচ্ছেন?

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, "বরং এটি আমি তোমাদের ভালোর জন্য করতে চাচ্ছি। আল্লাহর শপথ, আমি এ কাজ এ জন্যই করছি যে, আমি দেখতে পাচ্ছি, আরবরা তোমাদেরকে এক ধনুকে বিদ্ধ করে ফেলেছে এবং তোমাদেরকে সকল দিক থেকে ঘিরে ধরেছে। তাই আমি যেকোনো উপায়ে তোমাদের কাছ থেকে তাদের শক্তিমত্তা দূরীভূত করতে চাচ্ছি।"

তখন সাদ ইবনে মুয়াজ রাযি. তাঁকে বললেন, হে আল্লাহর রাসুল, আমরা এবং সেই সম্প্রদায় আল্লাহ তাআলার সাথে অংশীদার স্থাপন এবং মূর্তিপূজায় লিপ্ত ছিলাম। আমরা আল্লাহ তাআলার উপাসনা করতাম না এবং তার পরিচয় জানতাম না। আর তারা আতিথেয়তা অথবা ক্রয় ব্যতীত মদিনার কোনো খেজুর খেতে পারত না। এরপর আল্লাহ তাআলা

আমাদেরকে ইসলামের মাধ্যমে সম্মানিত করেছেন, আমাদেরকে তার দিকে পথপ্রদর্শন করেছেন এবং আমাদেরকে আপনার মাধ্যমে সমুন্নত করেছেন। আর আমরাই কিনা তাদেরকে আমাদের সম্পাদ দিয়ে দেবো? আল্লাহর শপথ, আমাদের এর কোনো প্রয়োজন নেই। আল্লাহর শপথ, আল্লাহ তাআলা তাদের মাঝে আর আমাদের মাঝে কোনো ফায়সালা করার আগ পর্যন্ত আমরা তাদেরকে শুধু তরবারির আঘাত প্রদান করতেই রাজি আছি।

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তাহলে তোমার কথাই থাকুক। এরপর চুক্তিনামাটি সাদ ইবনে মুয়াজ রাযি.-এর হস্তগত হলে তিনি তাতে যা কিছু লেখা হয়েছে, তা সব মুছে ফেলেন। এরপর বলেন, তারা যেন আমাদের সাথে লড়াই করে।[১৭]

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চুক্তি সম্পাদনের পথে একধাপ এগিয়ে যাওয়া সত্ত্বেও তিনি সুনির্দিষ্ট মত গ্রহণ করেছেন। অন্যথায় তিনি যদি অন্য কোনো সিদ্ধান্তকে ভালো মনে করতেন তাহলে এই সিদ্ধান্ত থেকে সরে আসতে বাধাপ্রদানকারী কেউ ছিল না।

৫. অপর পক্ষের বিরক্তির ওপর ধৈর্যধারণ

কথোপকথনের সময় কখনো কখনো অপর পক্ষে অভদ্র, কঠোর এবং মুনাফিক প্রকৃতির লোক থাকত। তারা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বিরক্ত করত এবং কষ্ট দিত। আবু সাইদ রাযি. থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, একদা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গনিমতের মাল বণ্টন করছিলেন। তখন আবদুল্লাহ ইবনে যুল খুওয়াইসির এসে বলল, হে আল্লাহর রাসুল, ন্যায়পরায়ণতা অবলম্বন করুন। তখন রাসুল সাল্লাল্লাহু

---

[১৭] আসসিয়ারুন নববিয়্যাহ-ইবনে হিশাম, তাহকিক : মুস্তফা আস-সাফা এবং অন্যান্যগণ, মুস্তফা আল-বাবি আল-জালবি এবং তার সন্তানদের প্রকাশনা হতে প্রকাশিত, মিসর, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৩৭৫ হিজরি/১৯৫৫ খ্রিষ্টাব্দ, ২/২১৪, ২২৩।

মু'জামুল কাবির-তাবারানি, হাদিস নং ৫৪১৬, তাহকিক : হামদি বিন আবদুল মাজিদ আস-সালাফি, মাকতাবাতুল উলুমি ওয়াল হিকাম-মসুল, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৪০৪ হিজরি; ১৯৮৩ খ্রিষ্টাব্দ। ইমাম হায়ছামি বলেন, এই হাদিসটি ইমাম বাযযার এবং তাবারানি উভয়েই বর্ণনা করেছেন। উভয়ের সনদেই মুহাম্মদ ইবনে আমর নামক একজন রাবি আছেন। শুধু তার হাদিসগুলো হাসান পর্যায়ের। আর সনদের অন্যান্য রাবিগণ সকলেই সিকাহ। দেখুন, মাজমাউয যাওয়ায়েদ ওয়া মামবাউল ফাওয়ায়েদ, ৬/১৩২।

আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, "তুমি ধ্বংস হও, আমি যদি ন্যায়-ইনসাফ না করি তাহলে আর কে করবে?"

উমর ইবনে খাত্তাব রাযি. বললেন, আমাকে অনুমতি দিন, আমি তার গর্দান উড়িয়ে দিই।

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তাকে ছেড়ে দাও। কেননা তার এমন কিছু সঙ্গী রয়েছে যারা তোমাদের তুচ্ছ মনে করে। তোমাদের নামাজ ও রোজাকে তাদের নামাজ-রোজা অপেক্ষা সাধারণ মনে করে। যেভাবে ধনুক থেকে তির বেরিয়ে যায়, সেভাবে তারা দ্বীন থেকে বেরিয়ে যাবে। তারা তিরের পালকে তাকাবে, সেখানে কিছুই পাবে না। তিরের লোহায় তাকাবে, সেখানেও কিছু পাবে না। এরপর তিরের ফলায় তাকাবে, সেখানেও কিছু পাবে না। এরপর ধনুকের ডালের দিকে তাকাবে, সেখানেও কিছু পাবে না। এমনকি তিরে মল এবং রক্তের দাগও লাগবে না। তাদের নিদর্শন হচ্ছে, তাদের মধ্যকার এক লোকের একটি হাত (অথবা তিনি বলেছেন,) তার একটি স্তন মহিলাদের স্তনের মতো হবে, (অথবা বলেছেন,) একটি গোশতের টুকরোর মতো হবে, যা ওঠানামা করতে থাকবে। লোকদের মধ্যে বিরোধের সময় তাদের আবির্ভাব ঘটবে।[১৮]

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জানতেন যে, এই লোকটিই হবে খারেজিদের মূল। তা সত্ত্বেও তিনি অন্যায় অপবাদের জন্য তাকে তিরস্কার করেই ক্ষান্ত থেকেছেন এবং উমর রাযি.-কে তাকে শাসানো অথবা হত্যা করা থেকে নিবৃত্ত রেখেছেন। এটি হচ্ছে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সমুন্নত বৈশিষ্ট্যাবলির মধ্য হতে অন্যতম বৈশিষ্ট্য। এ জন্য রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি তার প্রতিটি আলাপচারিতায়ই ছিলেন অনন্য।

---

[১৮] বুখারি, পরিচ্ছেদ : আল্লাহদ্রোহী এবং ধর্মত্যাগীদের ধর্মের পথে আহ্বান করা এবং তাদের সাথে যুদ্ধ সম্পর্কিত, অধ্যায় : যারা মনোতুষ্টির জন্য এবং লোকেরা যেন তাদের প্রতি বিরূপ মনোভাব পোষণ না করে সেদিকে লক্ষ করে খারেজিদের সাথে যুদ্ধ ত্যাগ করে তাদের সম্পর্কিত, হাদিস নং ৬৫৩৪। মুসলিম, কিতাবুয যাকাত, খারেজি এবং তাদের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কিত অধ্যায়। হাদিস নং ১০৬৪।

৬. মহৎ হৃদয় এবং অপর পক্ষের মাত্রাতিরিক্ত প্রশ্নে বিরক্তি প্রকাশ না করা

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছিলেন সহনশীল এবং মহৎ হৃদয়ের অধিকারী। যদি কেউ প্রশ্ন করতে গিয়ে বাড়াবাড়িও করত তবুও তিনি বিরক্ত হতেন না। কিছু কিছু লোক তার কাছে এসে প্রশ্নোত্তর এবং সংলাপকে দীর্ঘায়িত করত। আর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ধৈর্য এবং সহনশীলতার সাথে তাদের উত্তর দিতেন। কোনো প্রকার বিরক্তি প্রকাশ করতেন না। আবু যর রাযি. থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন,

আমি জিজ্ঞাসা করলাম, হে আল্লাহর রাসুল, সর্বোত্তম আমল কোনটি?

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, "আল্লাহ তাআলার প্রতি ঈমান আনয়ন করা এবং তার রাস্তায় জিহাদ করা।"

তিনি বলেন, আমি জিজ্ঞাসা করলাম, কোন গোলাম মুক্ত করা সর্বোত্তম?

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, মনিবের নিকট অধিক প্রিয় এবং অধিক মূল্যবান গোলাম।

তিনি বলেন, আমি আবার জিজ্ঞাসা করলাম, আমি যদি এমনটি না করতে পারি তাহলে কী উপায়?

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তাহলে কোনো শ্রমিককে সাহায্য করবে অথবা কোনো প্রতিবন্ধীকে সহায়তা করবে।

তিনি বলেন, আমি আবারও জিজ্ঞাসা করলাম, হে আল্লাহর রাসুল, যদি আমি কাজ করতেও অক্ষম হই, তাহলে কী উপায়?

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তাহলে মানুষকে তোমার অনিষ্টতা থেকে নিরাপদ রাখবে। কেননা, এটি তোমার নিজের পক্ষ থেকে তোমার প্রতি সদকাস্বরূপ।[১৯]

এমনিভাবে ওই ব্যক্তির ঘটনা, যিনি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে উত্তম আচরণের অধিক উপযুক্ত ব্যক্তি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করতে এসেছিলেন। এ প্রসঙ্গে আবু হুরায়রা রাযি. হতে বর্ণিত আছে, তিনি

---

[১৯] বুখারি, পরিচ্ছেদ : গোলাম আজাদ করা, অধ্যায় : কোন গোলাম আজাদ করা সর্বোত্তম? হাদিস নং ২৩৮২।
মুসলিম, অধ্যায় : ঈমান, অধ্যায় : আল্লাহর প্রতি ঈমান আনয়ন করা সর্বোত্তম আমল হওয়ার বিবরণ, হাদিস নং ৮৪, হাদিসের বাক্য তার বর্ণনা থেকেই চয়িত।

বলেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এক আগন্তুক আসল। তারপর জিজ্ঞাসা করল, হে আল্লাহর রাসুল, আমার উত্তম আচরণের সবচেয়ে উপযুক্ত কে?

তিনি বললেন, তোমার মা।

সে আবার জিজ্ঞাসা করল, তারপর কে?

তিনি বললেন, তারপর তোমার মা।

সে আবার জিজ্ঞাসা করল, তারপর কে? তিনি আবার বললেন, তারপর তোমার মা।

সে আবার জিজ্ঞাসা করল, তারপর কে? তিনি এবার বললেন, তারপর তোমার বাবা।[২০]

৭. অপর পক্ষের মানসিক অবস্থা নির্ণয়

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে যথার্থ সম্মান করা সত্ত্বেও কখনো কখনো কোনো কোনো সাহাবির মানসিক অবস্থা নিয়ন্ত্রণে থাকত না। ফলে তিনি অনুচিত পন্থায় রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে কথা বলতেন। কিন্তু রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেই সাহাবির পরিস্থিতি মেনে নিতেন এবং সহনশীলতা অবলম্বন করতেন। তার থেকে যে আচরণ প্রকাশ পেল সেদিকে ভ্রুক্ষেপ করতেন না। হুদায়বিয়া সন্ধির পরবর্তী সময়ে প্রসিদ্ধ ও সম্মানিত সাহাবি উমর রাযি.-এর কাছ থেকে এরূপ আচরণ প্রকাশ পেয়েছিল। তিনি দেখছিলেন যে, সন্ধিচুক্তির শর্তগুলো মুসলমানদের জন্য অন্যায্য। বিশেষ করে তিনি যখন দেখলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবু জান্দাল ইবনে সুহাইল ইবনে আমরকে কুরাইশের প্রতিনিধিদলের কাছে ফিরিয়ে দিচ্ছেন, অথচ আবু জান্দাল মুসলিম হয়ে এসেছিল, তখন তিনি ব্যাপারটি মেনে নিতে পারলেন না। তিনি দেখলেন যে, এর মাধ্যমে মুসলমানদেরকে হেয় প্রতিপন্ন করা হচ্ছে। তাই তিনি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের

---

[২০] বুখারি, পরিচ্ছেদ : শিষ্টাচার, অধ্যায় : উত্তম আচরণের অধিক উপযুক্ত কে? হাদিস নং ৫৬২৬।
মুসলিম, পরিচ্ছেদ : সদ্ব্যবহার, আত্মীয়তা রক্ষা এবং শিষ্টাচার, অধ্যায় : পিতা-মাতার প্রতি সদ্ব্যবহার এবং তারাই এর অধিক উপযুক্ত হওয়ার বিবরণ।

নিকটে গিয়ে বললেন, আপনি কি প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ তাআলার পক্ষ হতে প্রেরিত নবী নন?

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, অবশ্যই।

তিনি বলেন, আমি বললাম, আমরা সত্যের ওপর আর আমাদের শত্রুরা কি বাতিলের ওপর নয়?

তিনি বললেন, অবশ্যই।

আমি বললাম, তাহলে আমরা আমাদের ধর্মকে অপমানিত হতে দিচ্ছি কেন?

তিনি বললেন, নিশ্চয়ই আমি আল্লাহ তাআলার রাসুল এবং আমি তার নাফরমানি করব না। তিনিই আমার সাহায্যকারী।

আমি বললাম, আপনি কি আমাদের বলতেন না যে, আমরা অচিরেই বাইতুল্লায় যাব এবং তাওয়াফ করব?

তিনি বললেন, অবশ্যই, তবে আমি কি তোমাকে এ কথা বলেছি যে, আমরা এ বছরেই সেখানে যাব?

তিনি বলেন, আমি বললাম, না।

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবার বললেন, তুমি নিশ্চয়ই বাইতুল্লার কাছে যাবে এবং তা তাওয়াফ করবে।[২১]

এখানে আমরা দেখতে পেলাম, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উমর রাযি.-এর পরিস্থিতি এবং দ্বীনের প্রতি তার চেতনা বুঝে নিয়েছিলেন। আর উমর রাযি.-এর মৌলিক বৈশিষ্ট্য ছিল তার শক্তিমত্তা, চেতনা এবং অগ্রগামিতা। তাই তিনি এখানে বিশাল অর্জন আদায়ের জন্য সামান্য অপদস্থতা মেনে নিতে পারেননি।

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উমর রাযি.-এর ইতিহাস এবং ইসলামের জন্য তার ত্যাগের কথা জানতেন। তিনি এ-ও জানতেন যে, উমর প্রথমবারের মতো এরকম আচরণ করছে। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে এভাবে কথা বলা তার স্বভাবের মধ্যে নেই। এ সমস্ত কারণে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উমর রাযি.-এর এই আচরণের প্রতি কোনো ভ্রুক্ষেপ করেননি।

---

[২১] বুখারি, পরিচ্ছেদ : শর্তাবলি, অধ্যায় : জিহাদ এবং শত্রুপক্ষের সাথে সন্ধিচুক্তি করা এবং তা লিপিবদ্ধ করার শর্তসমূহ, হাদিস নং ২৫৮১।

৮. অপর পক্ষকে সাহায্য করা এবং তার সাহস বাড়ানোর প্রতি আগ্রহী হওয়া

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে কখনো কখনো ভীষণ বিপদাগ্রস্ত লোক এসে সাহায্য এবং সমাধান চাইত। যেমন বিখ্যাত সাহাবি আবু হুরায়রা রাযি. এক ব্যক্তির ঘটনা বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, আমরা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সান্নিধ্যে উপবিষ্ট ছিলাম। ইত্যবসরে তার কাছে এক আগন্তুকের আগমন ঘটে। সে বলল, হে আল্লাহর রাসুল, আমি ধ্বংস হয়ে গেছি।

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞাসা করলেন, তোমার কী হয়েছে?

সে বলল, আমি রোজা অবস্থায় আমার স্ত্রীর সাথে সহবাস করে ফেলেছি।

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তোমার কি গোলাম আজাদ করার মতো সাধ্য আছে?

লোকটি বলল, না।

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তাহলে তুমি কি ধারাবাহিকভাবে দুই মাস রোজা রাখতে পারবে?

লোকটি বলল, না।

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তাহলে তুমি কি ৬০ জন অসহায় ব্যক্তির মেহমানদারি করতে পারবে?

লোকটি বলল, না।

আবু হুরায়রা রাযি. বলেন, এরপর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেমে গেলেন। এমতাবস্থায় রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে খেজুরের একটি পাত্র নিয়ে আসা হলো।

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, প্রশ্নকারী কোথায়?

লোকটি বলল, জি, আমিই হুজুর।

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, এটা নাও এবং পুরোটা দান করে দাও।

লোকটি বলল, কাকে দান করব? আমার চেয়েও দরিদ্র লোক কি আছে? আল্লাহ তাআলার শপথ, আরবের মরুভূমির দুই প্রান্তে আমার পরিবারের চেয়ে দরিদ্র কোনো পরিবার নেই।

এ কথা শুনে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হেসে ফেললেন। এমনকি তাঁর দন্তপাটি দৃশ্যমান হয়ে গেল। এরপর বললেন, যাও, এগুলো তোমার পরিবারকে আহার করাও।[২২]

৯. অপর পক্ষকে প্রশ্নে জর্জরিত না করা, বিশেষ করে জনসম্মুখে

নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মানুষের সামর্থ্যের অমর্যাদা করতেন না। তাদের মন্দ দিক এবং অপরাধের কথা উল্লেখ করে তাদেরকে প্রশ্নবিদ্ধ করতেন না। যেমনটি ঘটেছিল রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং হিন্দা বিনতে উতবার মধ্যে। মক্কা বিজয়ের পর নারীদের কাছ থেকে বাইআত গ্রহণ করার সময় এ ঘটনা ঘটে। তার আগে আমাদের হিন্দা বিনতে উতবার পরিচয় এবং রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে তার কী ঘটনা ঘটেছিল, তা জেনে নেওয়া অত্যাবশ্যক। হিন্দা হলেন কুরাইশ এবং পুরো মক্কা মুকাররমার একজন শীর্ষস্থানীয় নেতা রবী'আর মেয়ে। তার ভাই আবু হুযাইফা ইবনে উতবাহ আগেই ইসলাম গ্রহণ করে নিয়েছিলেন। তার ইসলাম গ্রহণে তার পরিবারের কুফরির মূলে ধ্বস নেমে আসে। তারা ইসলামের এবং রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিপক্ষে শত্রুতায় নেমে পড়ে। বিশেষ করে হিন্দার অন্তরে ইসলাম এবং রাসুল-বিদ্বেষ লালিত হতে থাকে। আর মক্কার অন্যতম নেতা এবং বদর যুদ্ধ পরবর্তী সময়ে কুরাইশদের প্রধানতম নেতা আবু সুফিয়ান ইবনে হারবের স্ত্রী হওয়া তার এই শত্রুতাকে আরও দৃঢ় করতে সহায়ক ভূমিকা পালন করে।

বদর যুদ্ধের সময়ের কথা। যুদ্ধের শুরুতেই হিন্দার পিতা উতবা, তার চাচা শাইবা ইবনে রবী'আ এবং তার ভাই ওলীদ ইবনে উতবা মল্লযুদ্ধের জন্য

---

[২২] বুখারি, পরিচ্ছেদ : রোজা, অধ্যায় : যদি কেউ রমজানে স্ত্রী মিলন করে এবং কাফফারা আদায় করার মতো সম্পদ তার কাছে না থাকে তাহলে তাকে সদকা দেওয়া হলে সে যেন তার মাধ্যমে কাফফারা আদায় করে, হাদিস নং ১৮৩৪। হাদিসের বাক্য তার বর্ণনা থেকে চয়িত। মুসলিম, পরিচ্ছেদ : রোজা, অধ্যায় : রমজানের দিবস কালে রোজাদারের উপর স্ত্রী মিলন হারাম হওয়ার প্রতি গুরুত্বারোপ এবং কাফফারা ওয়াজিব হওয়া, হাদিস নং ১১১১।

এগিয়ে যায়। হামজা, আলি এবং উবাইদা ইবনুল হারিস রাযি. তাদের মোকাবিলায় এগিয়ে আসেন। হামজা হিন্দার পিতাকে হত্যা করেন। আলি তার ভাইকে হত্যা করেন। আর উবাইদার সাথে শাইবার দুইবার তলোয়ারের আঘাত বিনিময় হয়। পরবর্তীতে হামজা এবং আলির সাহায্যে তাকেও হত্যা করা হয়।[২৩]

হিন্দা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং হামযা রাযি.-এর কাছ থেকে প্রতিশোধ নিয়ে তার ক্রোধ প্রশমিত করার লক্ষ্যে উহুদ যুদ্ধের পূর্বে একটি দাস ক্রয় করে। সেই দাসের নাম ছিল ওয়াহশি। সে তাকে প্রতিশ্রুতি দেয়, যদি সে হামযাকে হত্যা করতে পারে তাহলে তাকে স্বাধীন করে দেওয়া হবে এবং অনেক সম্পদ দেওয়া হবে। ইবনে ইসহাক বলেন, হিন্দা বিনতে উতবা এবং তার সাথের নারীরা যুদ্ধে নিহত রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবিগণের অঙ্গহানি করতে শুরু করে। তারা তাদের নাক ও কান কর্তন করতে থাকে। এমনকি হিন্দা লোকদের কান এবং নাক থেকে দুল এবং হার খুলে নিয়ে সেই দুল, হার এবং আংটিগুলোকে জুবাইর ইবনে মুত'ইমের গোলাম ওয়াহশিকে দিয়ে দেয়। সে হিংস্রতার সাথে হামযা রাযি.-এর কলিজা বিচ্ছিন্ন করে। তারপর দাঁত দিয়ে চাবিয়ে তা বিকৃত করতে না পেরে অবশেষে গিলে ফেলে।[২৪]

হিন্দা এভাবেই তার অন্তরে শত্রুতা লালন করে যেতে থাকে। এরই মধ্যে মক্কা বিজয়ের সময় চলে আসে। আবু সুফিয়ান মক্কায় প্রবেশ করে কুরাইশদেরকে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে আত্মসমর্পণ করার জন্য আহ্বান করতে লাগলে হিন্দা তাকে তিরস্কার করা শুরু করে।

---

[২৩] দেখুন : ইবনে কাসির রহ. রচিত আস-সিরাতুন নববিয়্যাহ, তাহকিক : মুস্তফা আবদুল ওয়াহেদ, দারুল মা'রেফা-বৈরুত, ১৩৯২ হিজরি; ১৯৭১ খ্রিষ্টাব্দ, ২/৪২৩।
ইবনু সাইয়্যিদিন্নাস রহ. রচিত উয়ুনুল আসরি ফি ফুনুনিল মাগাযি ওয়াশ শামায়িলি ওয়াস সিয়ারি, তালিক তথা সংযুক্তি : ইবরাহিম মুহাম্মদ রমজান, দারুল কলম-বৈরুত, প্রথম সংস্করণ, ১৪১৪ হিজরি; ১৯৯৩ খ্রিষ্টাব্দ, ১/৩৮১।
ইমাম তবারি রহ. রচিত তারিখুর রুসুলি ওয়াল মুলুক, দারুল মা'আরিফ-কায়রো, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৩৮৭ হিজরি; ১৯৬৭ খ্রিষ্টাব্দ, ২/২২।

[২৪] ইবনে হিশাম রচিত আস-সিরাতুন নববিয়্যাহ, ২/৯১। ইবনে কাসির রচিত আস-সিরাতুন নববিয়্যাহ, ৩/৭৪। তবারি রচিত তারিখুর রুসুলি ওয়াল মুলুক, ২/৫২৪। ইবনুল আসির রচিত আল-কামিল ফিত তারিখ, দারু ইহইয়ায়িত তোরাসিল আরবি-বৈরুত, ২/৪৮।

ইবনে হিশাম বর্ণনা করেন, আবু সুফিয়ান যখন মক্কায় ফিরে আসলেন তখন উচ্চৈঃস্বরে চিৎকার দিয়ে বললেন, হে কুরাইশ গোত্রের লোকেরা, এই তো মুহাম্মদ তোমাদের নিকটে চলে এসেছেন। তোমাদের ব্যাপারে তার কোনো পক্ষপাতিত্ব নেই। সুতরাং যে ব্যক্তি আবু সুফিয়ানের গৃহে প্রবেশ করবে, সে নিরাপদ থাকবে।

এ কথা শুনে হিন্দা বিনতে উতবা তার দিকে এগিয়ে গিয়ে তার গোঁফ টেনে ধরল। তারপর বলল, ওই থলের মতো, তৈলাক্ত এবং মাংসলদেহীকে হত্যা করো, পুরো গোত্র যার নিন্দা করেছে।

আবু সুফিয়ান বললেন, তোমাদের জন্য আফসোস! তোমাদের অন্তরের এ প্ররোচনা যেন তোমাদেরকে বিভ্রান্ত না করে। তিনি তোমাদের কাছে চলে এসেছেন এবং তোমাদের ব্যাপারে তার কোনো পক্ষপাতিত্ব নেই। সুতরাং যে ব্যক্তি আবু সুফিয়ানের গৃহে প্রবেশ করবে, সে নিরাপদ।

তারা বলল, আল্লাহ তোমাকে ধ্বংস করুন। তোমার গৃহ আমাদের কী কাজে আসবে?

আবু সুফিয়ান বললেন, যে ব্যক্তি তার গৃহের দরজা বন্ধ করে দেবে, সে নিরাপদ। যে মসজিদে প্রবেশ করবে, সে নিরাপদ। তখন মানুষ বিভক্ত হয়ে তাদের গৃহ এবং মসজিদের দিকে ছুটে গেল। এ সকল চড়াই-উতরাই পেরিয়ে হিন্দার অন্তরে ইসলাম তার পথ তৈরি করে নেয়। পুরুষদের বাইআত গ্রহণ শেষ হলে অন্যান্য মহিলাদের সাথে হিন্দাও রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে বাইআত নিতে আসে। তাদের বাইআত গ্রহণ শুরু হলে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে উদ্দেশ্য করে বলেন, তোমরা আমার কাছে এই মর্মে বাইআত গ্রহণ করো যে, তোমরা আল্লাহর সাথে কোনো বস্তুকে শরিক করবে না।

তখন হিন্দা নেকাব পরিহিতা ছিল। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে চিনতে পারছিলেন না। সে বলে উঠল, আল্লাহর শপথ, আপনি আমাদের থেকে এমন অঙ্গীকার নিচ্ছেন, যা পুরুষদের কাছ থেকে গ্রহণ করেননি।

কিন্তু রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার আপত্তির দিকে ভ্রুক্ষেপ করলেন না এবং "তোমরা চুরি করবে না" বলে তার বাক্য সমাপ্ত করলেন।

তখন হিন্দা বলা শুরু করল, হে আল্লাহর রাসুল, আবু সুফিয়ান একজন কৃপণ লোক। সে আমাকে আমার এবং আমার সন্তানাদির প্রয়োজনীয় খরচাপাতি প্রদান করে না। তাই আমি যদি তার অজ্ঞাতে তার সম্পদ থেকে কিছু গ্রহণ করি তাহলে কি অপরাধ হবে?

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আপনার এবং সন্তানাদির জন্য যতটুকু যথেষ্ট হবে, তা ইনসাফের সাথে নেবেন।

এরপরপরই রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বুঝতে পারলেন যে, তিনি এতক্ষণ আবু সুফিয়ানের স্ত্রী হিন্দা বিনতে উতবা এর সাথে কথা বলছিলেন।

তখন রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, নিশ্চয়ই আপনি হিন্দা বিনতে উতবা?

সে বলল, হ্যাঁ, আমি হিন্দা বিনতে উতবা। অতএব আমার অতীতে যা প্রকাশ পেয়েছে, তা ক্ষমা করে দিন। আল্লাহও আপনাকে ক্ষমা করবেন। নিশ্চয়ই সেটা ছিল হিন্দা বিনতে উতবার জীবনের একটি ঘৃণিত অধ্যায়।

প্রিয় পাঠক, হয়তো আপনারা মনে মনে ভাবছেন যে, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হিন্দার দীর্ঘ ইতিহাস, হামজা ইবনে আব্দুল মুত্তালিবের স্মৃতি এবং হিন্দা তার সাথে যা করেছিল সেগুলো মনে করে হিন্দার সাথে বিরূপ আচরণ করতে পারেন।

কিন্তু রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার স্বভাবসুলভ ভঙ্গিমায় ক্ষমা করে দিতেন এবং উপেক্ষা করতেন। তাই রাসুল সাল্লাল্লাহু সেই দুঃখজনক অধ্যায় স্মরণ করে হিন্দাকে একটি কথাও বলেননি। বরং তিনি তার প্রতিটি হক থেকে সরে এসেছেন এবং উদারতার সাথে হিন্দার ইসলাম গ্রহণ মেনে নিয়েছেন। তারপর মহিলাদের বাইআত গ্রহণ পূর্ণ করার প্রতি মনোযোগী হয়েছেন। মনে হয়েছিল, যেন তার মাঝে কখনো কোনো প্রতিক্রিয়াই ঘটেনি।

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরপর বললেন, "আরও অঙ্গীকার করো যে, তোমরা ব্যভিচার করবে না"।

হিন্দা তার আপত্তি উত্থাপন থেকে বিরত হলো না। সে বলল, হে আল্লাহর রাসুল, কোনো স্বাধীন মহিলা কি ব্যভিচার করতে পারে?

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থামলেন না। বরং তিনি তার বাক্য পূর্ণ করলেন। বললেন, "আরও অঙ্গীকার করো যে, তোমরা তোমাদের সন্তানদেরকে হত্যা করবে না।"

হিন্দা বলে উঠল, আমরা শৈশবে তাদেরকে লালনপালন করেছি আর যুবক অবস্থায় আপনি তাদেরকে হত্যা করেছেন। আপনি কি আমাদের জন্য এমন কোনো সন্তান অবশিষ্ট রেখেছেন, যাকে আপনি বদর যুদ্ধের দিন হত্যা করেননি?

বদরের দিন আপনি তাদের পিতাদেরকে হত্যা করলেন। আর এখন আপনি আমাদেরকে তাদের সন্তানদের ব্যাপারে উপদেশ দিচ্ছেন!

রাসুল সাল্লাল্লাহু কোনো প্রতিক্রিয়া দেখালেন না। তিনি হিন্দাকে এ কথা বলতে পারতেন যে, বদরের যুদ্ধে আমরা তাদেরকে কেন হত্যা করেছি? তা কি আমাদের জন্য সংগত ছিল না? কারণ, মুশরিকরা—তাদের মধ্যে তোমার পিতা, চাচা, ভাই এবং ছেলেও আছে—আমাদেরকে আমাদের ধর্ম থেকে হটিয়ে দেওয়ার জন্য আমাদের সাথে যুদ্ধ করেছে। তারা আমাদের ওপর অত্যাচার-নিপীড়ন করেছে এবং আমাদের ঘর-বাড়ি ও সম্পদের ওপর হামলা করেছে।

কিন্তু রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এসব কিছুই বললেন না। বরং তার জবাব ছিল খুবই আশ্চর্য ধরনের।

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুচকি হাসলেন এবং তিনি নীরব থাকলেন। তিনি বিষয়টিকে উদারতার সাথে গ্রহণ করলেন এবং হিন্দা বিনতে উতবার পরিস্থিতি মেনে নিলেন। তার ওপর থেকে ইসলামের কাঠিন্যকে সরিয়ে দিলেন। এরপর বললেন, "তোমরা আরও অঙ্গীকার করো যে, তোমাদের পশ্চাতে এবং সম্মুখে কোনো অপবাদ রটাবে না।"

হিন্দা বলে উঠল, আল্লাহর শপথ, নিশ্চয়ই অপবাদ রটানো নিন্দনীয় কাজ।

তারপর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, "তোমরা আরও অঙ্গীকার করো যে, সৎকাজে আমার অবাধ্যাচারণ করবে না।"

হিন্দা বলে উঠল, আল্লাহর শপথ, আমরা সৎকাজে আপনার অবাধ্যতা করার কথা আমাদের অন্তরে লালন করে এখানে বসিনি।[২৫]

---

[২৫] দেখুন ইবনে কাসির রচিত আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ৪/৬০৩, ৬০৪। ইমাম তবারি রচিত=

এরপর সে বলল, এমন এক সময় ছিল যখন পৃথিবীতে আপনাদের অপদস্থ হওয়া ছিল আমার নিকট সবচেয়ে প্রিয়। তবে আজ এমন অবস্থা এসে দাঁড়িয়েছে যে, আমার কাছে আপনাদের সম্মানিত হওয়া ব্যতীত অধিক প্রিয় কোনো বিষয় নেই।

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, সেই সত্তার শপথ, যার হাতে মুহাম্মদের প্রাণ, আপনাকেও এর উত্তম প্রতিদান দেওয়া হবে।[২৬] [২৭]

পরবর্তীকালে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে ধর্মের নতুন কোনো নিয়ম প্রবর্তিত হলে হিন্দাকে এর দীক্ষা দিয়েছেন। এভাবেই হিন্দা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং তার পরিবারবর্গের প্রতি অধিক ভালোবাসা পোষণকারীদের দলভুক্ত হয়ে যায়। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার সাথে কথোপকথনের ক্ষেত্রে যে উত্তম পন্থা অবলম্বন করেছিলেন, তা এর পেছনে ভূমিকা রেখেছে।

১০. কোনো বস্তু সম্পর্কে অজ্ঞাত হলে সে ব্যাপারে নীরবতা অবলম্বন করা এবং কোনো বিষয়ে অজানা থাকলে সে ব্যাপারে ফতোয়া না দেওয়া

নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ তাআলার পক্ষ হতে প্রেরিত একজন নবী হওয়া সত্ত্বেও কোনো সামান্য বিষয়ে তার জানা না থাকাকে দূষণীয় মনে করতেন না। কেননা আল্লাহ তাআলাই তাকে সে ব্যাপারে জানাননি। এ জন্য যখন তার কাছে এমন কোনো প্রশ্ন আসত, যে ব্যাপারে ইতিপূর্বে আল্লাহ তাআলা তাকে জানাননি তখন তিনি সেই ব্যাপারে ওহি অবতীর্ণ হওয়ার আগ পর্যন্ত নীরবতা অবলম্বন করতেন। আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাযি. হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এক ব্যক্তি এসে জিজ্ঞাসা করলেন, হে আল্লাহর নবী, আমি বাগানে এক মহিলাকে ধরে তার সাথে সঙ্গম

=রচিত তারিখুর রুসুলি ওয়াল মুলুক ৩/৬১, ৬২।

[২৬] এর অর্থ হচ্ছে : অচিরেই আপনাকে এর চেয়ে বেশি দান করা হবে, আপনার অন্তরে ঈমানকে গেঁথে দেওয়া হবে, আল্লাহ এবং তার রাসুলের জন্য আপনার ভালোবাসা বৃদ্ধি পাবে এবং তাদের ঘৃণা থেকে আপনার প্রত্যাবর্তন সুদৃঢ় হবে। মুসলিম : পরিচ্ছেদ : বিচার-বিধান, অধ্যায় : হিন্দা বিনতে উতবার বিচার, হাদিস নং ১৭১৪।

[২৭] বুখারি : পরিচ্ছেদ : সাহাবায়ে কেরাম এবং তাদের মর্যাদা, অধ্যায় : হিন্দা বিনতে উতবার আলোচনা, হাদিস নং ৩৬১৩।

ব্যতীত বাকি সব কিছু করেছি। তাকে চুমো দিয়েছি, জড়িয়ে ধরেছি। তবে এর বাইরে কিছু করিনি। তাই এখন আমার যে বিচার করতে চান, তা-ই করুন।

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে কিছু বললেন না। লোকটি চলে গেল। তখন উমর রাযি. বললেন, সে যদি নিজের ব্যাপারে গোপনীয়তা অবলম্বন করত তাহলে আল্লাহ তাআলাও তার দোষ গোপন রাখতেন।

বর্ণনাকারী বলেন, সাথে সাথেই রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চোখ খুললেন এবং বললেন, তাকে পুনরায় আমার কাছে নিয়ে এসো।

তাকে নিয়ে আসা হলে তিনি তার সম্মুখে এই আয়াত তিলাওয়াত করলেন—

﴿وَأَقِمِ الصَّلٰوةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ الَّيْلِ ۚ إِنَّ الْحَسَنٰتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّاٰتِ ۚ ذٰلِكَ ذِكْرٰى لِلذّٰكِرِيْنَ﴾

"আর দিনের দুই প্রান্তে এবং রাতের প্রান্তভাগে নামাজ আদায় করবে। নিশ্চয়ই পুণ্য কাজ পাপ দূর করে দেয়। যারা স্মরণ রাখে তাদের জন্য এটি এক মহা স্মারক।" [সুরা হুদ : ১১৪]

তখন মুয়াজ ইবনে জাবাল রাযি. বললেন, হে আল্লাহর নবী, এ হুকুম কি শুধু তার জন্য নাকি সমস্ত মানবজাতির জন্য?

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, বরং সমস্ত মানবজাতির জন্য।

লক্ষ করুন, এখানে লোকটির নিকৃষ্ট পাপ রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে লোকটির সাথে কঠোর ব্যবহার করায় উদ্বুদ্ধ করেনি। অথবা তাকে আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ করতেও উৎসাহ দেয়নি। বরং তিনি আল্লাহ তাআলার হুকুম অবতীর্ণ হওয়ার আগ পর্যন্ত চুপ থেকেছেন। এটাই বিশ্বজগতের প্রতিপালক মহান আল্লাহ তাআলার প্রতি শিষ্টাচার। আমাদের এমন আচরণেরই অনুসরণ করা উচিত।

১১. মানুষ যা বুঝবে এবং অনুধাবন করতে পারবে, তা-ই বলা

মানুষের পরস্পরের কথোপকথনের উদ্দেশ্য হচ্ছে যোগাযোগ স্থাপন। আর যোগাযোগ রক্ষার দাবি হচ্ছে, প্রতিটি পক্ষ এমন কথাবার্তা বলবে, যা অপর পক্ষ বুঝতে সক্ষম হবে। এ জন্য রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যোগাযোগ রক্ষায় বিঘ্নতা ঘটায়—এমন সব বিষয় থেকে বিরত থাকতে বলেছেন। যেমন, এমনভাবে কথা বলা, যা শ্রোতা বুঝতে সক্ষম হয় না। অথবা অতিরিক্ত কথা বলা, যা শ্রোতাকে বিরক্ত করে। অথবা এমন কথা বলা, যার মাধ্যমে লোকদের সামনে অহংকার প্রদর্শন করা হয়।

জাবের রাযি. হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন,

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, নিশ্চয়ই তোমাদের মধ্য হতে কিয়ামত দিবসে তারাই আমার সবচেয়ে নিকটবর্তী এবং সবচেয়ে প্রিয় হবে যাদের চরিত্র সর্বোত্তম হবে। আর তারাই সবচেয়ে দূরবর্তী এবং ঘৃণিত হবে, যারা বাচাল, যারা মানুষের সাথে দীর্ঘক্ষণ কথা প্যাঁচায় এবং যারা অহংকার করে।[২৮]

কখনো এমন হতো যে, কোনো মুসলমানের বুঝতে অসুবিধা হতো এবং তিনি এর সমাধান খুঁজে পেতেন না আর তার মস্তিষ্ক সমাধান পর্যন্ত পৌঁছতে সক্ষমও হয়ে উঠত না। সে ক্ষেত্রে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখেছি, তিনি তার কথার মাঝেই তাকে এমন সমাধান বলে দিতেন, যা তার বোধগম্য হয় এবং মস্তিষ্ক যা ধারণে সক্ষম হয়। যেমন, আবু হুরাইরা রাযি. থেকে বর্ণিত আছে,

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকটে এক বেদুইন ব্যক্তি এসে জিজ্ঞেস করল, হে আল্লাহর রাসুল, আমার স্ত্রী একটি কৃষ্ণকায় ছেলে জন্ম দিয়েছে (আমি তো কালো নই)।

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তোমার কি কোনো উট আছে?

লোকটি বলল, হ্যাঁ, আছে।

---

[২৮] তিরমিযি, হাদিস নং ২০১৮, ইমাম তিরমিযি হাদিসটিকে হাসানুন সহিহুন আখ্যা দিয়েছেন। মুসনাদে আহমাদ, হাদিস নং ১৭৭৬৭, শু'আইব আল-আরনাউত বলেছেন, হাদিসটি হাসান লিগাইরিহি। ইবনে হিব্বান, হাদিস নং ৪৮২।

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, সেগুলো কী রঙয়ের?

লোকটি বলল, লাল রঙয়ের।

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তাতে কি মেটে রঙেরও উট আছে?

লোকটি বলল, হ্যাঁ, আছে।

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, এই মেটে রঙ তাহলে কোথা থেকে আসল?

লোকটি বলল, সম্ভবত পূর্বের বংশধারা থেকে এসেছে।

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তাহলে সম্ভবত তোমার এই পুত্রও তার পূর্ববর্তী বংশধরের থেকেই এই রঙ নিয়ে এসেছে।[২৯]

এ ছিল কোনো মুসলিম পরিবারের ওপর ধেয়ে আসা এক ভয়াবহ বিপর্যয়। লোকটি তার সন্তানকে তার দিকে সম্বন্ধ করা নিয়ে সন্দিহান ছিল। আর এর কারণ ছিল সন্তানের গায়ের রঙ তার গায়ের রঙ থেকে আলাদা হওয়া। এটি তার পরিবারকে ধ্বংসের দিকে এবং স্ত্রী ও সন্তানকে লাঞ্ছনার দিকে ঠেলে দিচ্ছিল। অথচ তাদের কোনো দোষ ছিল না। আর এসব কিছু হচ্ছিল শুধুই সন্দেহের ওপর ভিত্তি করে। এ জন্য রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এমন ভঙ্গিমায় কথোপকথন করলেন, যা মরুভূমি থেকে আগত বেদুইনের মস্তিষ্ক বুঝতে সক্ষম হবে। তাকে তিনি অত্যন্ত সহজভাবে বংশাধারা-সংক্রান্ত নিয়ম বুঝিয়ে দিলেন। লোকটি মরুভূমির পরিবেশে যা দেখেছে এবং যা জেনেছে, তার মাধ্যমে এবং উটের বংশধারার জিন-সংক্রান্ত উদাহরণ দিয়ে বুঝিয়ে দিলেন। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার সন্তানের অবস্থাকে উটের অবস্থার সাথে সাদৃশ্য দিলেন এবং বোঝালেন যে, তার গাত্রবর্ণ বংশীয় পূর্বপুরুষদের মধ্য হতে কারও জিন থেকে এসেছে অথবা তার নিকটাত্মীয় কারও জিন থেকে এসেছে। এভাবে বলাতে লোকটি বুঝতে সক্ষম হয় এবং শান্ত হয়, বাড়ির ব্যাপারে নিশ্চিন্ত হয় এবং স্ত্রীর প্রতি তার আস্থা ফিরে আসে।

---

[২৯] বুখারি, পরিচ্ছেদ : মুরতাদ এবং কাফেরদের মধ্য হতে যারা যুদ্ধ করতে আসে তাদের সম্পর্কিত, অধ্যায় : তা'রিজ অর্থাৎ তিরস্কার সম্পর্কিত, হাদিস নং ৬৪৫৫। মুসলিম, পরিচ্ছেদ : লি'আন, হাদিস নং ১৫০০।

১২. উত্তর প্রদানের ক্ষেত্রে প্রশ্ন অনুযায়ী সীমাবদ্ধতা, প্রশ্নকারীর আগ্রহের ওপর নির্ভর করে উত্তরে সংযুক্তি আর কখনো কখনো উপহার হিসেবে সামান্য পরিমাণ বৃদ্ধি করা

আবু হুরায়রা রাযি. হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন,

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে প্রশ্ন করা হলো, কোন আমল সর্বোত্তম?

তিনি বললেন, আল্লাহ তাআলার প্রতি ঈমান আনয়ন করা।

আবার প্রশ্ন করা হলো, তারপর কোনটি?

তিনি বললেন, আল্লাহ তাআলার রাস্তায় জিহাদ করা।

আবার প্রশ্ন করা হলো, তারপর কোনটি?

তিনি বললেন, কবুলকৃত হজ।[৩০]

কখনো কখনো রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কথোপকথনকারীর অস্থিরতা দূর করতে উত্তর বৃদ্ধি করতেন এবং তাকে সেই উত্তরের মাধ্যমে প্রশান্তি দিতেন।

আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাযি. হতে বর্ণিত আছে,

এক ব্যক্তি এসে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে প্রশ্ন করল, কোন আমল সর্বোত্তম?

তিনি বললেন, সময়মতো নামাজ পড়া, পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার করা, তারপর আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করা।[৩১]

কখনো কখনো রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কথোপকথনকারীর জন্য উপহারস্বরূপ এবং কোনো বিষয়ে উৎসাহ প্রদানের জন্য উত্তর বৃদ্ধি করতেন।

উবাই ইবনে কা'ব রাযি. হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন,

---

[৩০] বুখারি, পরিচ্ছেদ : ঈমান, অধ্যায় : যারা বলে ঈমানই হচ্ছে আমল, হাদিস নং ২২।
মুসলিম, পরিচ্ছেদ : ঈমান, অধ্যায় : আল্লাহ তাআলার প্রতি ঈমান আনা সর্বোত্তম আমল হওয়ার বিবরণ।

[৩১] বুখারি, পরিচ্ছেদ : তাওহিদ, অধ্যায় : রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নামাজকে আমল হিসেবে অভিহিত করেছেন এবং বলেছেন, যে ব্যক্তি সুরা ফাতিহা পাঠ করবে না তার নামাজ সম্পূর্ণ হবে না। হাদিস নং ৭০৯৬।
মুসলিম, পরিচ্ছেদ : ঈমান, অধ্যায় : ঈমান সর্বোত্তম আমল, হাদিস নং ৮৫।

রাতের দুই তৃতীয়াংশ প্রহর অতিবাহিত হয়ে গেলে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘুম থেকে জেগে দাঁড়িয়ে যেতেন এবং বলতেন, "হে লোকসকল, তোমরা আল্লাহ তাআলার জিকির করো। আল্লাহ তাআলার জিকির করো। প্রথম ফুঁৎকারের সময় ঘনিয়ে এসেছে। তার পরেই দ্বিতীয় ফুঁৎকার আসবে। তাতে রয়েছে মৃত্যুর ভয়াবহতা। তাতে রয়েছে মৃত্যুর ভয়াবহতা।"

উবাই রাযি. বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসুল, আমি আপনার ওপর বেশি বেশি দুরুদ পাঠ করি। তাই আমি আপনার ওপর দুরুদ পাঠ করার জন্য কতটুকু সময় খরচ করব?

তিনি বললেন, তোমার যা ইচ্ছা হয়।

উবাই রাযি. বলেন, আমি বললাম, এক চতুর্থাংশ?

তিনি বললেন, তোমার যা ইচ্ছা, যদি বৃদ্ধি করো তাহলে তোমার জন্যই কল্যাণকর।

আমি বললাম, অর্ধেক?

তিনি বললেন, তোমার যা ইচ্ছা, যদি বৃদ্ধি করো তাহলে তোমার জন্যই কল্যাণকর।

আমি বললাম, তাহলে দুই তৃতীয়াংশ?

তিনি বললেন, তোমার যা ইচ্ছা, যদি বৃদ্ধি করো তাহলে তোমার জন্য কল্যাণকর।

আমি বললাম, তাহলে আমি পুরোটা সময় আপনার জন্যই দুরুদ পাঠ করব।

তিনি বললেন, তাহলে তা তোমার দুশ্চিন্তা দূর হওয়ার জন্য যথেষ্ট হবে এবং তোমার গুনাহ ক্ষমা করা হবে।[৩২]

---

[৩২] তিরমিযি, হাদিস নং ২৪৫৭, হাদিসটিকে তিরমিযি রহ. হাসানুন সহিহুন আখ্যা দিয়েছেন। মুসতাদরাকে হাকিম, হাদিস নং ৩৫৭৮, তাহকিক : মুস্তফা আবদুল কাদির আতা, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ-বৈরুত, প্রথম সংস্করণ, ১৪১১ হিজরি, ১৯৯০ খ্রিষ্টাব্দ, তিনি বলেছেন, এই হাদিসটির সনদ সহিহ তবে বুখারি ও মুসলিম রহ. তা আনেননি। ইমাম ইবনে হাজার হাদিসটিকে সহিহ বলেছেন। দেখুন, নাতায়িজুল আফকার ফি তাখরিজি আহাদিসিল আযকার, তাহকিক : হামদি আবদুল মাজিদ আস-সালাফি, দারু ইবনে কাসির, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৪২৯ হিজরি, ২০০৮ খ্রিষ্টাব্দ, ৪/১৬।

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উবাই রাযি.-এর কাছে স্পষ্ট করে দিলেন যে, সকল দুয়ায় রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি দুরুদ পাঠ করা হলে এর বিনিময়ে আল্লাহ তাআলার কাছে বিশাল সওয়াব লাভ করবে। আর এটি তার সকল দুশ্চিন্তা দূরীকরণে এবং সকল অপরাধ হতে ক্ষমা লাভে যথেষ্ট হবে। এ কথা বলে তিনি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি বেশি বেশি দুরুদ পাঠে উদ্বুদ্ধ করেছেন।

এ প্রসঙ্গে মু'আয ইবনে জাবাল রাযি. হতেও হাদিস বর্ণিত আছে, তিনি বলেন,

আমি এক সফরে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে ছিলাম। একদিন চলতি পথে আমি তার নিকটে পৌঁছে গেলাম।

আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসুল, আমাকে এমন একটি কাজের সংবাদ দিন, যা আমাকে জান্নাতে নিয়ে যাবে এবং জাহান্নাম থেকে দূরে রাখবে।

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তুমি এক গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে প্রশ্ন করেছ। তবে আল্লাহ তাআলা যার জন্য সহজ করে দেন, নিশ্চয়ই তা তার জন্য সহজ হবে। তুমি আল্লাহ তাআলার ইবাদত করবে এবং তার সাথে কোনো বস্তুকে শরিক করবে না। নামাজ আদায় করবে। জাকাত দেবে। রমজানের রোজা রাখবে এবং বাইতুল্লার হজ করবে। এরপর তিনি বললেন, আমি কি তোমাকে কল্যাণের দুয়ার সম্বন্ধে অবহিত করব না? রোজা হচ্ছে ঢালস্বরূপ। আর দান-সদকা করা এবং কোনো ব্যক্তি মধ্যরাতে নামাজ আদায় করা পাপকে এমনভাবে নির্বাপিত করে দেয়, যেভাবে পানি আগুনকে নির্বাপিত করে দেয়। মুয়াজ ইবনে জাবাল রাযি. বলেন, এরপর তিনি এই আয়াত তিলাওয়াত করলেন—

﴿تَتَجَافَىٰ جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ﴾

"তাদের পিঠ বিছানা থেকে পৃথক থাকে।"

এখান থেকে নিয়ে "يَعْمَلُونَ" পর্যন্ত তিলাওয়াত করলেন।

[সূরা সেজদা : ১৬, ১৭]

তারপর বললেন, আমি কি তোমাকে সমস্ত আমলের মূল, স্তম্ভ এবং সর্বোচ্চ শিখর সম্পর্কে অবহিত করব না?

আমি বললাম, অবশ্যই, ইয়া রাসুলাল্লাহ।

তিনি বললেন, সকল আমলের মূল হচ্ছে ইসলাম। তার স্তম্ভ হচ্ছে নামাজ। আর সর্বোচ্চ চূড়া হচ্ছে জিহাদ।

তারপর বললেন, আমি কি তোমাকে এসব কিছুর সারনির্যাস সম্পর্কে অবহিত করব না?

আমি বললাম, অবশ্যই ইয়া রাসুলাল্লাহ।

তিনি বলেন, এরপর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার জিহ্বা ধরে বললেন, তুমি এটাকে নিয়ন্ত্রণে রাখবে।

আমি বললাম, হে আল্লাহর নবী, আমরা যে কথাবার্তা বলি, এ ব্যাপারেও কি আমাদেরকে পাকড়াও করা হবে?

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, হে মু'আয, তোমার মা তোমাকে হারিয়ে ফেলুক, মানুষকে শুধু তার জিহ্বার উপার্জনের কারণেই নিজ চেহারায় ভর করিয়ে অথবা নাকের ডগায় ভর করিয়ে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে।[৩৩]

আমরা দেখতে পেলাম যে, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মু'আযের প্রশ্নের তুলনায় তার উত্তর বৃদ্ধি করেই যাচ্ছেন। যাতে করে তাকে কিছু উপকারী বিষয় শিক্ষা দিতে পারেন। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যদি না জানাতেন তাহলে তিনি তা কখনোই জানতেন না।

১৩. কারও সাধারণ ভুল-ত্রুটি নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রুপ না করা

মানুষ অন্যের সাথে কথা বলতে গেলে সাধারণত যা ঘটে তা হচ্ছে, কেউ যদি অনিচ্ছাকৃত সাধারণ কোনো ভুল-ত্রুটি করে ফেলে তাহলে তারা তা নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রুপ শুরু করে। এটি একটি গর্হিত কাজ। চাই সে ভুল

---

[৩৩] তিরমিযি, হাদিস নং ২৬১৬, ইমাম তিরমিযি রহ. হাদিসটিকে হাসানুন সহিহুন আখ্যা দিয়েছেন। সুনানুন নাসায়ি, হাদিস নং ১১৩৯৪। সুনানে ইবনে মাজাহ, ৩৯৭৩, তাহকিক : মুহাম্মদ ফুয়াদ আব্দুল বাকি, দারুল ফিকর-বৈরুত। মুসনাদে আহমাদ, হাদিস নং ২২১২১, শু'আইব আল-আরনাউত বলেছেন, হাদিসটি তার সনদ এবং শাহেদ হাদিসের ভিত্তিতে বিশুদ্ধ। মুসতাদরাকে হাকিম, হাদিস নং ৩৫৪৮, হাকিম বলেন, শাইখাইন তথা ইমাম বুখারি এবং মুসলিম রহ.-এর শর্ত অনুযায়ী হাদিসটি সহিহ। কিন্তু তারা হাদিসটি বর্ণনা করেননি। ইমাম যাহাবি তার সাথে একমত পোষণ করেছেন।

কোনো জ্ঞানী লোক অথবা কোনো সরল লোক থেকে প্রকাশ পাক, তা নিয়ে ঠাট্টা করা যাবে না। আল্লাহ সুবহানাহু তাআলা আমাদেরকে অন্যের সাথে ঠাট্টা-বিদ্রুপ করতে নিষেধ করেছেন। আল্লাহ তাআলা বলেন—

﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّن قَوْمٍ عَسَىٰٓ أَن يَكُونُواْ خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَآءٌ مِّن نِّسَآءٍ عَسَىٰٓ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ﴾

"হে মুমিনগণ, কেউ যেন অপর কাউকে উপহাস না করে। কেননা, সে উপহাসকারী অপেক্ষা উত্তম হতে পারে এবং কোনো নারী অপর নারীকেও যেন উপহাস না করে। কেননা, সে উপহাসকারিনী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হতে পারে।" [সুরা হুজুরাত : ১১]

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মানুষের সাথে ঠাট্টা-বিদ্রুপ করায় কখনোই আগ্রহী ছিলেন না। যেমন ওই বেদুইনের কথাই ধরুন, যে মসজিদে এসে প্রস্রাব করে দিয়েছিল, তার সাথে রাসুল কী আচরণ করেছিলেন?

এ প্রসঙ্গে আবু হুরায়রা রাযি. হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন,

এক বেদুইন ব্যক্তি মসজিদে আসল। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন মসজিদে উপবিষ্ট ছিলেন। তারপর লোকটি নামাজ আদায় করল। নামাজ শেষ করে সে দুয়া করল, হে আল্লাহ, আপনি শুধু আমাকে এবং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দয়া করুন। আমাদের সাথে আর কারও প্রতি দয়া করবেন না।

নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার দিকে তাকিয়ে বললেন, তুমি তো প্রশস্ত রহমতকে সংকীর্ণ করে দিলে।

এর অব্যবহিত পর লোকটি মসজিদের অভ্যন্তরে প্রস্রাব করে দিলো। লোকেরা দৌড়ে তার দিকে ছুটে এলো।

নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তার ওপর এক মশক পানি ঢেলে দাও অথবা বলেছেন, এক বালতি পানি ঢেলে দাও।

তারপর আবার বললেন, নিশ্চয়ই তোমাদেরকে পাঠানো হয়েছে সহজ পন্থা বা কোমলতা প্রদর্শন করার জন্য; কঠিনতা বা কঠোরতা করার জন্য নয়।[৩৪]

এখানে বেদুইন ব্যক্তির দুইটি ভুল হয়েছে। প্রথম ভুলটি হয়েছে দুয়া করতে গিয়ে। কারণ, সে বাকি মুসলমানদের বাদ দিয়ে শুধু তার জন্য এবং রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য রহমতের প্রার্থনা করেছে। আর দ্বিতীয় ভুলটি হচ্ছে, সে মসজিদে প্রস্রাব করে দিয়েছে। তা সত্ত্বেও রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে শুধু বলেছেন, "তুমি তো প্রশস্ত রহমতকে সংকীর্ণ করে ফেললে।" অর্থাৎ আল্লাহর রহমতের পরিধি আরও অনেক বড়। মাত্র দুই ব্যক্তির মধ্যে সীমাবদ্ধ করে তুমি তা সংকীর্ণ করতে চাচ্ছ! আর দ্বিতীয় ভুলের সময় তার প্রস্রাব-আক্রান্ত স্থান ধৌত করতে বলেই ক্ষান্ত হয়েছেন। মুসলিম শরিফে উল্লেখিত অপর এক সূত্রে বর্ণিত আছে, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেই বেদুইন ব্যক্তিটিকে ডেকে বললেন, নিশ্চয়ই মসজিদ এমন প্রস্রাব ও নোংরা বস্তুর জন্য নয়। নিশ্চয়ই মসজিদ হচ্ছে আল্লাহ তাআলার জিকির, নামাজ এবং কুরআন তেলাওয়াত করার জন্য।[৩৫]

এ ক্ষেত্রে তিনি কোনো ধরনের ঠাট্টা-বিদ্রুপ করেননি।

১৪. মিথ্যাচার এবং তোষামোদ বর্জিত প্রশংসা

আমরা জানি যে, যারা সম্পদের লোভে অথবা অন্য কোনো উদ্দেশ্য হাসিলের লক্ষ্যে লোকদের মাত্রাতিরিক্ত প্রশংসা করে তাদের সাথে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বোঝাপড়া রয়েছে।

হাম্মাম ইবনে হারেস থেকে বর্ণিত আছে যে, এক ব্যক্তি উসমান রাযি.-এর প্রশংসা করতে শুরু করলে মিকদাদ রাযি. তার গর্দান চেপে ধরেন। মিকদাদ রাযি. ছিলেন বেশ স্বাস্থ্যবান লোক। তাই তিনি লোকটির চেহারা

---

[৩৪] তিরমিযি, হাদিস নং ১৪৭। আবু দাউদ, হাদিস নং ৩৮০। মুসনাদে আহমাদ ৭২৫৪, শু'আইব আল-আরনাউত বলেছেন, হাদিসটি শাইখাইনের শর্ত অনুযায়ী সহিহ। আলবানি হাদিসটিকে সহিহ আখ্যা দিয়েছেন। দেখুন, সুনানে আবি দাউদ, মুওয়াসসাসাতু গারাস- কুয়েত, প্রথম সংস্করণ, ১৪২৩ হিজরি/২০০২ খ্রিষ্টাব্দ, ২/২২৯।

[৩৫] মুসলিম, পরিচ্ছেদ : পবিত্রতা, অধ্যায় : মসজিদ অথবা অন্যান্য স্থানে প্রস্রাব ও অন্যান্য নাপাকি পাওয়া গেলে তা ধৌত করা আবশ্যক হওয়া, হাদিস নং ২৮৫।

মাটির সাথে মিশাতে থাকেন। এ অবস্থা দেখে উসমান রাযি. তাকে বললেন, তোমার কী হয়েছে?

তিনি বললেন, নিশ্চয়ই রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যখন তোমরা তোষামুদে প্রশংসাকারীদের দেখতে পাবে তখন তাদের চেহারায় মাটি নিক্ষেপ করবে।[৩৬]

এক ব্যক্তি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকটে এসে অপর এক ব্যক্তির প্রশংসা করল। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তুমি ধ্বংস হও, তুমি তো তোমার সাথির গর্দান কর্তন করে ফেললে। এ কথা তিনি কয়েকবার বললেন।

তারপর বললেন, তোমাদের মধ্য হতে কেউ যদি তার অপর ভাইয়ের প্রশংসা করতে চায় তাহলে অবশ্যই সে যেন এ কথা বলে, আমি অমুকের ব্যাপারে এমন ধারণা রাখি। আল্লাহই তার ব্যাপারে ভালো জানেন। আমি আল্লাহর ওপর কাউকে পূত-পবিত্র মনে করি না। যদি আল্লাহ তাআলা জানেন তবেই আমি ওই ব্যক্তির ব্যাপারে এরূপ ধারণা রাখি।[৩৭]

এ দিকে লক্ষ করে প্রশংসা যাতে বৈধ হয়, সে জন্য তাতে কিছু শর্তারোপ করা উচিত। যেমন,

১. প্রশংসা বাস্তবধর্মী হওয়া। তাতে মিথ্যা এবং বাড়াবাড়ির আশ্রয় না নেওয়া।

২. তাতে কোনো লৌকিকতা এবং প্রশংসিত ব্যক্তির কাছ থেকে কোনো প্রকার নির্দিষ্ট উপকার লাভের চেষ্টা না থাকা।

৩. প্রশংসিত ব্যক্তির তাকওয়া তথা খোদাভীতি সম্বন্ধে জ্ঞান থাকা, যাতে সে বিভ্রান্ত না হয়ে পড়ে।

---

[৩৬] মুসলিম, পরিচ্ছেদ : যুহদ এবং দুনিয়ার ব্যাপারে আকর্ষণহীনতা, অধ্যায় : অতিরিক্ত প্রশংসা এবং প্রশংসিত ব্যক্তির ফেতনায় পড়ার আশঙ্কা হলে প্রশংসা হতে নিষেধ করা সম্পর্কিত, হাদিস নং ৩০০২। আবু দাউদ, হাদিস নং ৪৮০৪। মুসনাদে আহমাদ, হাদিস নং ৫৬৮৪।

[৩৭] মুসলিম, পরিচ্ছেদ : যুহদ এবং দুনিয়ার ব্যাপারে আকর্ষণহীনতা, অধ্যায় : অতিরিক্ত প্রশংসা এবং প্রশংসিত ব্যক্তির ফেতনায় পড়ার আশঙ্কা হলে প্রশংসা হতে নিষেধ করা সম্পর্কিত, হাদিস নং ৩০০০।

উবাই ইবনে কা'ব রাযি.-এর সাথে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এমনটিই ঘটেছে। উবাই ইবনে কা'ব রাযি. হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, হে আবু মুনযির, তুমি কি জানো, তোমার সাথে থাকা আল্লাহ তাআলার কিতাবের কোন আয়াতটি সবচেয়ে বড়?

তিনি বলেন, আমি বললাম, আল্লাহ এবং তার রাসুল ভালো জানেন।

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবার বললেন, হে আবু মুনযির, তুমি কি জানো, তোমার সাথে থাকা আল্লাহ তাআলার কিতাবের কোন আয়াতটি সবচেয়ে বড়?

তিনি বলেন, এবার আমি বললাম, "اَللّٰهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّوْمُ" অর্থাৎ আয়াতুল কুরসি।

উবাই ইবনে কা'ব রাযি. বলেন, তারপর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার বুকে চাপড় দিয়ে বললেন, আল্লাহর শপথ, হে আবু মুনযির, ইলমের জন্য তোমাকে অভিনন্দন।[৩৮]

এখানে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উবাই ইবনে কা'ব রাযি.-এর যথার্থ প্রশংসা করেছেন। আর তিনি জানতেন যে, উবাই ইবনে কা'ব রাযি. তার প্রশংসায় অহংকার প্রদর্শন করবেন না। এ জন্য তিনি তার প্রশংসায় কোনো দ্বিধাবোধ করেননি। এতে করে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বোধশক্তি এবং তার সহচরগণের প্রতি সম্মান প্রদানের কথা বোঝা যায়।

১৫. অপর পক্ষ হতে তুচ্ছ কোনো ভুল প্রকাশ পেলে দ্রুততার সাথে মৃদু তিরস্কার করে শুধরে দেওয়া

আবু সাইদ ইবনে মুয়াল্লা রাযি. হতে বর্ণিত আছে, একদা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার পাশ দিয়ে অতিক্রম করা অবস্থায় তাকে ডাক দিলেন। তখন তিনি নামাজ পড়ছিলেন।

---

[৩৮] মুসলিম, পরিচ্ছেদ : মুসাফিরের নামাজ এবং কসর করা, অধ্যায় : সুরায়ে কাহাফ এবং আয়াতুল কুরসির ফজিলত।

তিনি বলেন, নামাজ পড়া শেষ করে আমি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে আসলাম।

তিনি বললেন, কোন বস্তু সাথে সাথে আমার কাছে আসা থেকে তোমাকে বিরত রাখল?

আবু সাইদ বললেন, আমি নামাজ পড়ছিলাম।

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আল্লাহ তাআলা কি বলেননি—

﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ﴾

> "হে ঈমানদারগণ, আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের ডাকে সাড়া দাও, যখন তিনি তোমাদেরকে এমন কাজের প্রতি আহ্বান করেন, যা তোমাদের প্রাণ সঞ্চার করবে।" [সুরা আনফাল : ২৪]

অবশ্যই মসজিদ থেকে বের হওয়ার পূর্বে আমি তোমাকে কুরআনের সবচেয়ে মহান সুরাটি শেখাব।

তিনি বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসুল, আপনার কথাই শিরোধার্য।

তিনি বললেন, "اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ" তথা সুরা ফাতিহা হচ্ছে সেই আস-সাবউল মাসানি (অর্থাৎ বারংবার পঠিত সাতটি আয়াত) এবং মহান কুরআন, যা শুধু আমাকেই দান করা হয়েছে।[৩৭]

এখানে দেখতে পেলাম, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার একজন সাহাবিকে ডাক দিয়েছেন। কিন্তু সাহাবি অন্য কাজে ব্যস্ত ছিলেন। আর সাহাবি জানতেন যে, শরিয়ত অসমর্থিত কোনো কারণে নামাজের মধ্যে কথা বলা এবং নামাজের বাইরে যাওয়া তার জন্য বৈধ হবে না। তাই রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রশ্নের ভঙ্গিমায় কোমলভাবে তাকে তিরস্কৃত করে বললেন, কোন বস্তু তোমাকে আমার কাছে আসা থেকে বিরত রাখল? এর বেশি কিছু বললেন না। তিনি তাকে শিখিয়ে দিলেন যে,

---

[৩৭] বুখারি, পরিচ্ছেদ : তাফসির, অধ্যায় : সুরায়ে ফাতিহা, হাদিস নং ৪২০৪। আবু দাউদ, হাদিস নং ১৪৫৮।

আল্লাহর রাসুলের ডাকে তার সাড়া দেওয়া উচিত, যদিও তিনি নামাজের মধ্যে থাকেন। এটি শরয়ি হুকুম থেকে পৃথক।

১৬. সত্যের প্রতি জোর দেওয়া

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সর্বজনবিদিত কোমলতা এবং দয়া কোনোভাবেই সত্যের প্রতি তার দুর্বলতা এবং শিথিলতা বোঝাত না। তিনি সত্যের প্রতি গুরুত্বারোপ করতেন। এতে কোনো প্রকার ছাড় দিতেন না এবং শিথিলতা করতেন না। এমনকি তার নিকটাত্মীয় এবং প্রিয় ব্যক্তিগণের ব্যাপারে হলেও তিনি এ ক্ষেত্রে কোনো ছাড় দিতেন না।

আয়েশা রাযি. থেকে বর্ণিত আছে যে, মাখযুমি গোত্রের যে মহিলাটি চুরি করেছিল, তার বিষয়টি কুরাইশদের চিন্তিত করে তুলল। তারা বলল, ওই মহিলার ব্যাপারে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে কে কথা বলতে যাবে? তখন সবাই বলল, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রিয়ভাজন উসামা ইবনে যায়েদ রাযি. ব্যতীত আর কেউ এ দুঃসাহস করতে পারবে না। তাই উসামা রাযি. রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে কথা বললেন।

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বললেন, তুমি কি আল্লাহ তাআলার হদ তথা বিচারের ব্যাপারে সুপারিশ করছ?

তারপর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দাঁড়িয়ে গেলেন এবং বলতে লাগলেন, "নিশ্চয়ই তোমাদের পূর্ববর্তী লোকেরা এ জন্যই ধ্বংস হয়েছে যে, যখন তাদের মধ্যে অভিজাত কেউ চুরি করত তখন তারা ক্ষমা করে দিত। আর তাদের মধ্য হতে দুর্বল কেউ চুরি করলে তার বিচার করত। আল্লাহর শপথ, যদি মুহাম্মদের মেয়ে ফাতেমাও চুরি করত তাহলে আমি তার হাত কর্তন করতাম।[৪০]

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর আগেও অপর এক ঘটনায় এই একই সাহাবির সাথে কঠোর আচরণ করেছিলেন। এ প্রসঙ্গে উসামা ইবনে

---

[৪০] বুখারি, পরিচ্ছেদ : নবীগণ, অধ্যায় : ﴿أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ﴾ [সুরা কাহাফ : ৯] হাদিস নং ৩২৮৮। মুসলিম, পরিচ্ছেদ : হদ-সংক্রান্ত, অধ্যায় : অভিজাত এবং অন্যান্য চোরের হাত কাটা এবং হদ-সংক্রান্ত বিষয়ে সুপারিশ করা থেকে নিষেধ করা, হাদিস নং : ১৬৮৮।

যায়েদ রাযি. হতে বর্ণিত আছে, এ হাদিসটি ইবনে আবি শায়বা থেকে বর্ণিত হয়েছে।

উসামা রাযি. বলেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে এক যুদ্ধে পাঠালেন। আমরা প্রত্যুষে জুহাইনা গোত্রের শাখা গোত্র আল-হুরাকার ওপর আক্রমণ করলাম। এ সময় আমি একজন লোককে ধরে ফেললাম, সে বলে উঠল, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ। তবুও আমি তাকে বর্শা দিয়ে আঘাত করলাম। কিন্তু এ ঘটনার জন্য আমার মনে সংশয়ের উদ্রেক হলো। তাই আমি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে সেই ঘটনা উল্লেখ করলাম।

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, লোকটি লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলেছে আর তুমি তাকে হত্যা করে ফেলেছ?

তিনি বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসুল, সে তো অস্ত্রের আঘাতের ভয়ে এ কথা বলেছে!

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তুমি তার হৃদয় চিড়ে দেখতে পারলে না? তাহলে জেনে যেতে, সে সত্যি সত্যিই বলেছে কি না।

তিনি বারবার আমার কাছে এ কথার পুনরাবৃত্তি করলেন। এমনকি আমি মনে মনে অনুশোচনা করতে লাগলাম, হায়, আমি যদি আজই ইসলাম গ্রহণ করতাম!

বর্ণনাকারী বলেন, এ সময় সাদ ইবনে আবি ওয়াক্কাস রাযি. বললেন, আল্লাহর কসম, আমি কখনো কোনো মুসলিমকে এভাবে হত্যা করব না, যেভাবে এই ভুঁড়িওয়ালা অর্থাৎ উসামা হত্যা করেছে।

বর্ণনাকারী বলেন, তখন এক ব্যক্তি বলে উঠল, আল্লাহ তাআলা কি এ কথা বলেননি যে—

﴿وَقَٰتِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ ٱلدِّينُ كُلُّهُۥ لِلَّهِ﴾

"তোমরা তাদের সাথে লড়াই করো যতক্ষণ পর্যন্ত ফিতনা দূরীভূত না হয় এবং দ্বীন সম্পূর্ণ আল্লাহর জন্য না হয়।" [সুরা আনফাল : ৩৯]

জবাবে সাদ রাযি. বললেন, আমরা লড়াই করেছি যাতে করে ফিতনা দূরীভূত হয়, কিন্তু তুমি এবং তোমার সাথিরা লড়াই করেছ যাতে করে ফিতনা সৃষ্টি হয়।[৪১]

আশ্চর্যের বিষয় হচ্ছে, এ দুটি ঘটনা একই সাহাবির সাথে ঘটেছে। তিনি হলেন, উসামা ইবনে যায়েদ রাযি.। হয়তো এতে আল্লাহ তাআলারই কোনো উদ্দেশ্য ছিল। কেননা, উসামা রাযি. হিব্ব ইবনুল হিব্ব অর্থাৎ প্রিয়র ছেলে প্রিয় নামে প্রসিদ্ধ ছিলেন। তিনি নিজে ছিলেন রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একজন প্রিয় পাত্র এবং ছিলেন আরেক প্রিয় পাত্র সম্মানিত সাহাবি যায়েদ বিন হারেসা রাযি.-এর পুত্র। যিনি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আজাদকৃত গোলাম ছিলেন। পিতার সাথে গিয়ে স্বাধীন হওয়ার তুলনায় যিনি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের গোলাম হিসেবে থাকাকেই পছন্দ করেছিলেন। তাই রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে আজাদ করে দিয়েছিলেন এবং কুরাইশের সামনে তাকে নিজের পুত্র বলে ঘোষণা দিয়েছিলেন। এরপর কুরআনে পালকপুত্রকে নিজের পুত্র হিসেবে অভিহিত করাকে নিষেধ করা হয়। যায়েদের এ অবস্থান তার পুত্র উসামার কাছে স্থানান্তরিত হয়ে যায়। আর শুধু তার সাথেই রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কঠোরতার চিত্র দেখতে পাওয়া গভীর একটি অর্থের প্রতি ইঙ্গিত করে। এতে করে বোঝা যায় যে, ইসলাম কোনো গুরুতর অপরাধের ক্ষেত্রে পক্ষপাতিত্ব অবলম্বন করে না এবং এতে কোনো শিথিলতা প্রদর্শন করে না। চাই তা প্রসিদ্ধ এবং বিরাট কোনো ব্যক্তিত্বের সাথেই হোক না কেন।

১৭. গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের প্রতি মনোনিবেশ করা এবং অনর্থক বিষয়ে প্রবেশ না করা

কখনো কখনো রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট কোনো মুসলিম আসত। সে এসে এমন প্রশ্ন করত, যা তার বিবেচনায় গুরুত্বপূর্ণ

---

[৪১] বুখারি, পরিচ্ছেদ : মাগাযি (যুদ্ধাভিযানসমূহ), অধ্যায় : উসামা রাযি.-কে জুহাইনা গোত্রের আল-হুরাকায় প্রেরণ, হাদিস নং ৪০২১। মুসলিম, পরিচ্ছেদ : ঈমান, অধ্যায় : কাফের কর্তৃক লাইলাহা ইল্লাল্লাহ বলার পর তাকে হত্যা করা হারাম হওয়া, হাদিস নং ৯৬। হাদিসটি তার বর্ণনা থেকেই চয়িত।

হলেও রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জানতেন যে, এগুলো গুরুত্বপূর্ণ কিছুই নয়। কখনো কখনো গুরুত্বহীন বিষয়েও তারা প্রশ্ন করে বসত। প্রশ্নকারী তার গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ভুলে যেত এবং সে সম্পর্কে প্রশ্ন না করে অন্য ব্যাপারে প্রশ্ন করত। এমতাবস্থায় রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওই ব্যক্তির জন্য গুরুত্ববহ হয় এমন বিষয়ের প্রতি মনোযোগ নিবদ্ধ করতেন এবং তার অনর্থক প্রশ্নের জবাব দেওয়া হতে বিরত থাকতেন। আনাস রাযি. হতে বর্ণিত আছে, এক ব্যক্তি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে প্রশ্ন করলেন, কিয়ামত কবে হবে?

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উত্তর দিলেন, তুমি তার জন্য কী প্রস্তুতি নিয়েছ?

লোকটি বলল, কিছুই না, তবে আমি আল্লাহ ও তার রাসুলকে ভালোবাসি।

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তুমি যাকে ভালোবাসো কিয়ামতের দিন তার সাথেই থাকবে।

আনাস রাযি. বলেন, "তুমি যাকে ভালোবাসো কিয়ামতের দিন তার সাথেই থাকবে"—রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এ কথায় আমরা যতটা আনন্দিত হলাম, এর আগে কখনো এমন আনন্দিত হইনি।[৪২]

কিয়ামতের প্রতিশ্রুত সময় হচ্ছে এমন গোপনীয় বিষয়, যা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা ব্যতীত আর কেউ জানে না। তাই এ ব্যাপারে প্রশ্ন করে কোনো লাভ নেই। তবে একজন মুসলমানের জন্য গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে, কিয়ামতের দিনে হিসাবে উত্তীর্ণ হতে যা যা করা প্রয়োজন, তা নিয়ে ব্যস্ত থাকা।

অপর এক কথোপকথনে আমরা দেখতে পাই, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরেক সাহাবিকে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের প্রতি মনোনিবেশ করিয়ে দিয়েছেন। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেই সাহাবি এবং সমস্ত জাতিকে আমানতের খেয়ানত করা থেকে বেঁচে থাকতে বলেছেন।

---

[৪২] বুখারি, পরিচ্ছেদ : সাহাবাগণের মর্যাদা, অধ্যায় : উমর ইবনুল খাত্তাব আবি হাফস আল-কুরাশি আল-আদাওয়ির ত্যাগ-তিতিক্ষা, হাদিস নং ৩৪৮৫। মুসলিম, পরিচ্ছেদ : সদ্ব্যবহার, আত্মীয়তা রক্ষা এবং শিষ্টাচার, অধ্যায় : মানুষ যাকে ভালোবাসে কিয়ামতের দিন তার সাথেই থাকবে, হাদিস নং ২৬৩৯।

আবু হুরায়রা রাযি. হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন,

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক মজলিশে উপস্থিত লোকদের সাথে কথা বলছিলেন। এমন সময় এক বেদুইন ব্যক্তির আগমন ঘটে। সে জিজ্ঞেস করে—কিয়ামত কবে হবে? কিন্তু রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার জবাব না দিয়ে কথা চালিয়ে যেতে থাকেন। তখন উপস্থিত লোকদের মধ্য হতে কেউ কেউ বলল, রাসুল তার কথা শুনেছেন এবং অপছন্দ করেছেন। আবার কেউ বলল, রাসুল তার কথা শুনতেই পাননি। অবশেষে তাদের সাথে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আলাপ শেষ হলো।

এবার রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, "কিয়ামত সম্পর্কে প্রশ্নকারী লোকটি কোথায়?

লোকটি বলল, হে আল্লাহর রাসুল, এই তো আমি।

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, যখন আমানতের খেয়ানত করা হবে তখন তুমি কিয়ামতের অপেক্ষা করতে পারো।

লোকটি বলল, খেয়ানত কীভাবে হবে?

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, যখন কোনো কাজ অনুপযুক্ত ব্যক্তির হাতে সমর্পণ করা হবে তখন তুমি কিয়ামতের অপেক্ষা করবে।[৪৩]

১৮. বিরক্তি দূরীকরণ এবং দৃষ্টি আকর্ষণের প্রতি আগ্রহী হওয়া

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার সাথে কথোপকথনকারীর দৃষ্টি আকর্ষণের উপায়গুলো গ্রহণ করতেন; যেন কথাগুলো তার আত্মায়, হৃদয়ে এবং মস্তিষ্কে গেঁথে যায়। মু'আয ইবনে জাবাল রাযি. হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, একবার আমি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পেছনেই ছিলাম। বাহনের পশ্চাৎভাগ ব্যতীত তার মাঝে আর আমার মাঝে অন্য কোনো দূরত্ব ছিল না।

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, হে মু'আয ইবনে জাবাল।

---

[৪৩] বুখারি, পরিচ্ছেদ : ইলম তথা জ্ঞান, অধ্যায় : কোনো ব্যক্তিকে অন্য বিষয়ে কথা বলার সময়ে প্রশ্ন করা হলে সে ব্যক্তি কথা শেষ করে প্রশ্নের উত্তর দেওয়া সম্পর্কিত, হাদিস নং ৫৯। মুসনাদে আহমাদ, হাদিস নং ৮৭১৪, সুনানুল কুবরা-বায়হাকি, হাদিস নং ২০১৫০।

আমি বললাম, আমি উপস্থিত, হে আল্লাহর রাসুল।

তারপর কিছুক্ষণ পথ চললেন। আবার বললেন, হে মু'আয ইবনে জাবাল।

আমি বললাম, আমি উপস্থিত, হে আল্লাহর রাসুল।

এরপর আরও কিছুক্ষণ পথ চলার পর আবারও ডাকলেন, হে মু'আয ইবনে জাবাল।

আমি বললাম, আমি উপস্থিত, হে আল্লাহর রাসুল।

তিনি এবার বললেন, তুমি কি জানো বান্দার ওপর আল্লাহ তাআলার কী অধিকার?

তিনি বলেন, আমি বললাম, আল্লাহ এবং তার রাসুলই ভালো জানেন।

তিনি বললেন, নিশ্চয়ই বান্দার ওপর আল্লাহ তাআলার অধিকার হচ্ছে, বান্দারা তার ইবাদত করবে এবং তার সাথে অন্য কোনো বস্তুকে শরিক করবে না।

এরপর কিছুক্ষণ পথ চললেন। তারপর ডাকলেন, হে মু'আয ইবনে জাবাল।

আমি বললাম, আমি উপস্থিত, হে আল্লাহর রাসুল।

তিনি বললেন, বান্দারা যদি আল্লাহর ইবাদত করে তাহলে আল্লাহ তাআলার ওপর তাদের কী অধিকার জানো?

তিনি বলেন, আমি বললাম, আল্লাহ এবং তার রাসুলই ভালো জানেন।

তিনি বললেন, আল্লাহ তাদেরকে শাস্তি দেবেন না।[৪৪]

এমনিভাবে আবদুর রহমান ইবনে আবি বকরার সূত্রে তার পিতা থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, একদিনের কথা, সেদিন রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার উটের ওপর বসলেন এবং এক ব্যক্তি লাগাম টেনে ধরল।

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তোমরা কি জানো, আজ কোন দিন?

---

[৪৪] বুখারি, পরিচ্ছেদ : পোশাক, অধ্যায় : এক ব্যক্তির পেছনে আরেকজনকে বসানো, হাদিস নং ৫৬২২। মুসলিম, পরিচ্ছেদ : ঈমান, অধ্যায় : যে ব্যক্তি তাওহিদের ওপর থাকাবস্থায় মৃত্যুবরণ করে সে যে নিশ্চিত রূপে জান্নাতে যাবে তার প্রমাণ, হাদিস নং ৩০, হাদিসের বাক্য তার বর্ণনা থেকেই চয়িত।

তারা বলল, আল্লাহ এবং তার রাসুলই ভালো জানেন। এমনকি আমরা ধারণা করলাম, তিনি হয়তো এ দিনের অন্য কোনো নাম দেবেন।

তিনি বললেন, এটা কি নাহর তথা কুরবানির দিন নয়?

আমরা বললাম, অবশ্যই, হে আল্লাহর রাসুল।

তিনি এবার বললেন, এটা কোন মাস?

আমরা বললাম, আল্লাহ এবং তার রাসুলই ভালো জানেন।

তিনি বললেন, এটা কি জিলহজ মাস নয়?

আমরা বললাম, অবশ্যই হে আল্লাহর রাসুল।

তারপর বললেন, এটা কোন শহর?

আমরা বললাম, আল্লাহ এবং তার রাসুলই ভালো জানেন।

বর্ণনাকারী বলেন, এমনকি আমরা মনে করলাম যে, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নাম পাল্টে রাখবেন।

তিনি বললেন, এটা কি পবিত্র মক্কা নগরী নয়?

আমরা বললাম, অবশ্যই, হে আল্লাহর রাসুল।

তিনি বললেন, আজকের এই দিন, এই মাস এবং এই স্থান যেমন পবিত্র, তেমনিভাবে তোমাদের রক্ত, সম্পদ এবং সম্ভ্রমও তোমাদের জন্য পবিত্র। তাই উপস্থিত ব্যক্তিরা যেন অনুপস্থিতকে জানিয়ে দেয়।[৪৫]

কখনো কখনো রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মস্তিষ্ককে উর্বর করার জন্য এই পদ্ধতি গ্রহণ করতেন এবং তার সাথে কথোপকথনকারীকে অনেক ভাবাতেন।

আবদুল্লাহ ইবনে উমর রাযি. হতে বর্ণিত আছে,

একবার রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, নিশ্চয়ই বৃক্ষসমূহ হতে এমন একটি বৃক্ষ আছে যার পাতা কখনো পতিত হয় না, মুসলমানের দৃষ্টান্ত হচ্ছে সেই বৃক্ষের মতো। এবার আমাকে বলো সেই গাছ কোনটি?

---

[৪৫] বুখারি, পরিচ্ছেদ : হজ, অধ্যায় : মিনার দিনের খুতবা, হাদিস নং ১৬৫৪। মুসলিম, পরিচ্ছেদ : কাসামাহ, যোদ্ধা, কিসাস এবং রক্তপণ-সংক্রান্ত, অধ্যায় : রক্ত, সম্ভ্রম এবং সম্পদ হারাম হওয়ার প্রতি গুরুত্বারোপ, হাদিস নং ১৬৭৯। হাদিসের বাক্য তার বর্ণনা থেকেই চয়িত।

লোকেরা বন-জঙ্গলের গাছের কথা বলতে লাগল। আমি ভাবলাম যে, সেটি হচ্ছে খেজুর গাছ।

আবদুল্লাহ বলেন, কিন্তু আমি উত্তর বলতে সংকোচবোধ করলাম।

সাহাবিগণ বললেন, হে আল্লাহর রাসুল, আমাদেরকে সে সম্পর্কে জানিয়ে দিন।

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তা হচ্ছে খেজুর গাছ।

আবদুল্লাহ রাযি. বলেন, আমি আমার পিতাকে আমার এ ভাবনা সম্পর্কে জানালাম। তখন তিনি বললেন, এত এত চিন্তার বদলে তুমি যদি উত্তর দিয়ে দিতে তাহলে সেটাই আমার জন্য প্রিয় হতো।[৪৬]

১৯. স্পষ্টতা এবং সংশয়হীনতা

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছিলেন স্পষ্টভাষী। তিনি তার আকিদা-বিশ্বাস এবং যার মাধ্যমে ইসলামের বিজয় হয়—এমন বিষয় প্রকাশে কোনো সংশয় এবং দ্বিধাবোধ করতেন না।

আদি ইবনে হাতিম রাযি. বলেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে যথাসময়ে নবুয়ত প্রদান করা হলো। তখন আমি তার চেয়ে বেশি আর কাউকে অপছন্দ করতাম না।[৪৭]

এরপরের দিনগুলো খুব দ্রুতই কেটে গেল। মক্কা বিজয় হলো। হাওয়াযিন গোত্র ইসলাম গ্রহণ করল। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জাযিরায়ে আরবে স্থাপিত মূর্তিগুলো ধ্বংস করার জন্য বিভিন্ন দল প্রেরণ করলেন। তারা মানুষের মন ও মস্তিষ্কে প্রভাব বিস্তার করল। এ সমস্ত অভিযানসমূহের মধ্য হতে একটি ছিল আলি রাযি.-এর অভিযান। তাকে তাঈ গোত্রের ফালস মূর্তি ধ্বংসকল্পে প্রেরণ করা হয়েছিল। তাঈ গোত্র তার

---

[৪৬] বুখারি, পরিচ্ছেদ : ইলম, অধ্যায় : জ্ঞানার্জনে লজ্জাবোধ করা, হাদিস নং ১৩১। মুসলিম, পরিচ্ছেদ : মুনাফিকদের বৈশিষ্ট্য এবং তাদের হুকুম, অধ্যায় : মুমিনের দৃষ্টান্ত খেজুর গাছের ন্যায়, হাদিস নং ২৮১১।

[৪৭] ইবনে আসাকির রচিত তারিখে দিমাশক, তাহকিক : আমর ইবনে গারামাহ আল-আমরাওয়ি, দারুল ফিকর, ১৪১৫ হিজরি/১৯৯৫ খ্রিষ্টাব্দ, ৪০/৭৪। ইবনুল আসির রচিত উসদুল গাবাহ, ৩/৫০৪। ইমাম যাহাবি রচিত তারিখুল ইসলাম-ওফাইয়াতুল মাশাহিরি ওয়াল আ'লাম, তাহকিক : উমর আবদুস সালাম আত-তাদামুরি, দারুল কিতাবিল আরবি-বৈরুত, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৪১৩ হিজরি/১৯৯৩ খ্রিষ্টাব্দ, ২/৬৮৮, ৫/১৮৩।

বিরুদ্ধে প্রবল মোকাবিলায় দাঁড়িয়ে যায়। এরপর তাদের একটি দল পালিয়ে যায়। আদি ইবনে হাতিম তার স্ত্রী এবং সন্তানসন্ততি নিয়ে তাদের মিত্র শাম দেশে পালিয়ে যান। কিন্তু তার বোন সাফফানা বিনতে হাতিম মুসলমানদের হাতে বন্দী হন।

এ সময়েই মদিনায় সাফফানা এবং রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মাঝে কথোপকথন হয়। এ কথোপকথনটি থেকে স্পষ্ট ভাবে জানা গেছে যে, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুক্তিপণ ছাড়াই সাফফানার ওপর অনুগ্রহ করে তাকে ছেড়ে দিয়েছেন।[৪৮]

এরপর সাফফানা তার ভাইকে তিরস্কারের উদ্দেশ্যে শামের দিকে রওনা হন। তাকে গিয়ে বলেন, তিনি এমন এক কাজ করেছেন যা তোমার পিতাও করতেন না। তুমি তার প্রতি আগ্রহী হয়ে অথবা তার ভয়ে ভীত হয়ে তার কাছে যাও।[৪৯]

আদি ইবনে হাতিম রাযি. বলেন, এরপর আমার অবস্থানের জায়গাটিকে আমার কাছে অপছন্দনীয় মনে হতে লাগল, এমনকি আমি যাকে ঘৃণা করে এসেছি, তারচেয়েও বেশি অপছন্দ করলাম।

এরপর বললাম, আমি অবশ্যই এই লোকটির কাছে যাব। আল্লাহর শপথ, যদি তিনি সত্যবাদী হয়ে থাকেন তাহলে অবশ্যই আমি তার কথা শুনব। আর যদি তিনি মিথ্যা বলেন তাহলে তা আমার কোনো ক্ষতি করতে পারবে না।[৫০]

---

[৪৮] মুসনাদে আহমাদে বর্ণনাটি সংক্ষিপ্ত আকারে আছে, হাদিস নং ১৯৪০০। সহিহ ইবনে হিব্বান ৭২০৬। হায়সামি বলেন, আহমদ রহ. এই হাদিসটি বর্ণনা করেছেন, তার বর্ণনাকারীগণের প্রত্যেকেই সহিহের বর্ণনাকারী, তবে আব্বাদ ইবনে হুবাইশ ব্যতীত, তিনি একজন সাধারণ সিকাহ পর্যায়ের বর্ণনাকারী। দেখুন, মাজমাউয যাওয়ায়েদ ওয়া মামবাউল ফাওয়ায়েদ : ৫/৩৩৫।

[৪৯] ইমাম তবারি রচিত তারিখুর রুসুলি ওয়াল মুলুক, ২/১৮৭। ইবনে কাসির রচিত আস-সিরাতুন নববিয়্যাহ, ৪/১২৭। ইমাম যাহাবি রচিত তারিখুল ইসলাম, ২/৬৮৭।

[৫০] মুসনাদে আহমাদ, হাদিস নং ১৯৩৯৭। শু'আইব আল-আরনাউত বলেছেন, এটি একটি হাসান পর্যায়ের সনদ। মুসতাদরাকে হাকিম, হাদিস নং ৮৫৮২, হাকিম বলেছেন, এই হাদিসটি শাইখাইনের শর্ত অনুযায়ী সহিহ, কিন্তু তারা বর্ণনা করেননি। সহিহ ইবনে হিব্বান, হাদিস নং ৬৬৭৯। ইমাম বুখারি এ হাদিসের একটি অংশ বর্ণনা করেছেন, তা হচ্ছে আদিকে হিরাত এবং কাসরার খনি সম্পর্কে এবং সম্পদ ও সম্মানের প্রাচুর্যের সুসংবাদ সম্পর্কিত, অধ্যায় : নবুয়তের আলামত, হাদিস নং ৩৪০০।

এরপর আদি মদিনায় আগমন করলেন। তিনি স্বীয় তাঈ গোত্রের একজন নেতা ছিলেন। তার পিতা হাতিম তাঈ দানশীলতার জন্য প্রসিদ্ধ ছিলেন। তাই লোকেরা তার আগমনের কথা আলোচনা করতে লাগল। এরপর আদি ইবনে হাতিম রাযি. রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকটে আসলেন। এমতাবস্থায় আদি ইবনে হাতিম রাযি.-এর গলায় রূপার ক্রুশ ছিল। এ দেখে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তেলাওয়াত করলেন—

﴿اِتَّخَذُوْٓا اَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ اَرْبَابًا مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ﴾

> "তারা আল্লাহকে বাদ দিয়ে তাদের নেতৃবৃন্দ এবং যাজকদেরকে প্রভু হিসেবে গ্রহণ করেছে।" [সুরা তাওবাহ : ৩১]

আদি ইবনে হাতিম রাযি. বলেন, আমি বললাম, তারা তাদের উপাসনা করেনি।

তখন রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, "তা ঠিক আছে। তবে নেতৃবৃন্দ এবং যাজকরা তাদের (খ্রিষ্টানদের) ওপর হালালকে হারাম বানিয়েছে, হারামকে হালাল বানিয়েছে আর তারা তাদের অনুসরণ করেছে। এর মাধ্যমে তাদেরই উপাসনা করা হলো।"

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও বললেন, হে আদি, তোমার কী মত? আল্লাহকে সবচেয়ে বড় ঘোষণা করা থেকে কোন বস্তু তোমাকে বারণ করছে? তুমি কি আল্লাহর চেয়ে বড় কিছু সম্পর্কে জানো? তাহলে কী তোমাকে বাধা দিচ্ছে? লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলা থেকে কোন বস্তু তোমাকে ফিরিয়ে রাখছে? তাহলে তুমি কি আল্লাহ ব্যতীত আর কোনো উপাস্য সম্পর্কে জানো?[৫১]

এরপর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, "হে আদি ইবনে হাতিম, ইসলাম গ্রহণ করো, শান্তি লাভ করবে।" এভাবে তিনবার বললেন।

আমি বললাম, আমি অপর এক ধর্ম মেনে চলি।

---

[৫১] তাফসিরে ইবনে কাসির, তাহকিক : সামি ইবনে মুহাম্মদ সালামাহ, দারু তয়্যিবাহ, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৪২০ হিজরি; ১৯৯৯ খ্রিষ্টাব্দ, ৪/১৩৫।

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আমি তোমার ধর্ম সম্পর্কে তোমার চেয়ে বেশি জানি।

আমি বললাম, কী আশ্চর্য, আপনি আমার ধর্ম সম্পর্কে আমার চেয়ে বেশি জানেন?

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, হ্যাঁ, তুমি কি রুকুসিয়্যাদের অন্তর্ভুক্ত ছিলে না? তুমি কি তোমার জাতির যুদ্ধলব্ধ অংশের এক চতুর্থাংশ আত্মসাৎ করোনি?

আমি বললাম, হ্যাঁ, তা করেছি।

তিনি বললেন, তোমার ধর্ম অনুযায়ী নিশ্চয়ই এটি বৈধ নয়।

আদি ইবনে হাতিম রাযি. বলেন, তিনি এ কথা বলার সাথে সাথেই আমি তার কাছে নতি স্বীকার করলাম।

তারপর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তুমি কি ভেবেছ, তোমাকে কোন বিষয়টি ইসলাম গ্রহণে বাধা দিচ্ছে, তা আমি জানি না? জানি তুমি বলবে যে, এ ধর্মের অনুসরণকারী সকলে হচ্ছে দুর্বল, যাদের কোনো শক্তি নেই। আর আরবরা তাদের কোণঠাসা করে রেখেছে।

তুমি কি হিরাত শহর চেনো?

আমি বললাম, দেখিনি, তবে সেই শহর সম্পর্কে শুনেছি।

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, সেই সত্তার শপথ, যার হাতে আমার প্রাণ, আল্লাহ তাআলা এই ধর্মকে এমন পরিপূর্ণ করবেন যে, হিরাত থেকে এক অভিযাত্রী মহিলা সফরের উদ্দেশ্যে বের হবে এবং কারও সাহচর্য ছাড়াই বাইতুল্লাহ তাওয়াফ করবে। আর অচিরেই আল্লাহ তাআলা কিসরা ইবনে হুরমুজের খনিসমূহ বিজিত করে দেবেন।

আমি বললাম, কিসরা ইবনে হুরমুজ!

তিনি বললেন, হ্যাঁ, কিসরা ইবনে হুরমুজ। আর সম্পদের এতই প্রাচুর্য হবে যে কেউ তা গ্রহণ করতে চাইবে না।

পরবর্তী সময়ে আদি ইবনে হাতিম রাযি. বলেছেন, হিরাতের সেই অভিযাত্রী মহিলা কারও সাহচর্য ছাড়াই বাইতুল্লাহ তাওয়াফ করেছিল। আর যারা কিসরা ইবনে হুরমুজের খনিসমূহ বিজয় করেছে, আমি তাদের দলভুক্ত ছিলাম। সেই সত্তার শপথ, যার হাতে আমার প্রাণ, অচিরেই তৃতীয়টিও

ঘটবে। কেননা, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা বলে দিয়েছেন।[৫২]

পারস্য তৎকালীন বিশ্বের বৃহত্তম একটি সাম্রাজ্য হওয়া সত্ত্বেও রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার সম্পর্কে আদি ইবনে হাতিম রাযি.-এর কাছে নির্দ্বিধায় ভবিষ্যদ্বাণী করে দিয়েছেন। কোনো কিছুই তাকে বাধা দিতে পারেনি। তিনি ছিলেন দৃঢ়প্রত্যয়ী। অচিরেই যা ঘটবে, সে সম্পর্কে তিনি নিঃসংশয়ে বলে দিয়েছেন। কেননা তিনি প্রভুর প্রতিশ্রুতির ব্যাপারে ছিলেন নিশ্চিন্ত।

২০. অপর পক্ষের রূঢ় আচরণ অথবা তাদের থেকে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যথাযোগ্য সম্মান প্রদান না করার ওপর ধৈর্যধারণ

আল্লাহ তাআলা বলেছেন—

﴿لَا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاءِ بَعْضِكُم بَعْضًا﴾

> "তোমরা রাসুলের আহ্বানকে তোমাদের একে অপরকে আহ্বানের মতো গণ্য করো না।" [সুরা নুর : ৬৩]

সাহাবায়ে কেরাম রাযি. বুঝেছিলেন যে, এখানে আল্লাহ তাআলা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আহ্বান করা এবং তার সাথে কথা বলার ক্ষেত্রে পরিপূর্ণ সম্মান প্রদর্শনের নির্দেশ দিয়েছেন। তবে মাঝেমধ্যে তাদের সাথে কথাবার্তা বলার সময় রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের অনিচ্ছাকৃত অভদ্র এবং রূঢ় আচরণের শিকার হতেন। তখন তারা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে অনুচিত কথা বলত। আমরা দেখতে পেয়েছি, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ অবস্থায় তাদের দেওয়া কষ্টের ওপর ধৈর্যধারণ করেছেন এবং তাদের কোনো প্রতিক্রিয়া দেখাননি। যেমন রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং প্রসিদ্ধ সাহাবি যিমাম ইবনে সা'লাবার মধ্যকার কথোপকথনের ঘটনা। যিনি রাসুলের সাথে সাক্ষাৎ করার জন্য মদিনা মুনাওয়ারায় এসেছিলেন এবং রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ইসলামের রুকনসমূহ এবং ইবাদতসমূহ

[৫২] মুসনাদে আহমাদ, হাদিস নং ১৮২৮৬, শু'আইব আল-আরনাউত বলেছেন, হাদিসটির কিছু অংশ সহিহ তথা বিশুদ্ধ, তবে এই সনদটি হাসান পর্যায়ের। ইবনে হিব্বান, হাদিস নং ৬৬৭৯।

সম্পর্কে প্রশ্ন করেছিলেন। এ প্রসঙ্গে আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাযি. থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, বকর ইবনে সা'দ গোত্রের লোকেরা যিমাম ইবনে সা'লাবাকে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে প্রেরণ করল। সে আমাদের কাছে আসল এবং তার উটকে মসজিদের দরজায় দাঁড় করিয়ে সেখানে বেঁধে রাখল। এরপর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে গেল। রাসুল তখন তার সাহাবিগণের সাথে মসজিদে উপবিষ্ট ছিলেন।

সে গিয়ে বলল, তোমাদের মধ্যে আবদুল মুত্তালিবের পুত্র কে?

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আমিই আবদুল মুত্তালিবের পুত্র।

সে বলল, মুহাম্মাদ?

তিনি বললেন, হ্যাঁ।

সে বলল, হে মুহাম্মদ, নিশ্চয়ই আমি আপনাকে কিছু প্রশ্ন করব এবং প্রশ্ন করার ব্যাপারে আপনার সাথে কঠোরতা করব। আপনি কিন্তু আমার সাথে রাগ করতে পারবেন না। আর আমিও কোনো সংকোচবোধ করব না।

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আপনার যেমন খুশি প্রশ্ন করুন।

সে বলল, আমি আপনাকে আপনার প্রভুর, আপনার পূর্ববর্তী লোকদের প্রভু এবং আপনার পরবর্তীতে বিদ্যমান লোকদের প্রভুর শপথ দিচ্ছি, সত্যিই কি আল্লাহ তাআলা আপনাকে আমাদের কাছে রাসুল হিসেবে প্রেরণ করেছেন?

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, অবশ্যই।

সে বলল, আমি আপনাকে আপনার প্রভুর, আপনার পূর্ববর্তী লোকদের প্রভু এবং আপনার পরবর্তীতে বিদ্যমান লোকদের প্রভুর শপথ দিচ্ছি, সত্যিই কি আল্লাহ তাআলা আপনাকে আদেশ দিয়েছেন, যেন আমরা তার উপাসনা করি, তার সাথে কাউকে শরিক না করি এবং আমাদের পিতৃপুরুষগণ যে সকল মূর্তির পূজা করত সেগুলোকে আমরা বিচ্ছিন্ন করে ফেলি?

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, অবশ্যই।

এরপর সে ইসলামের ফরজসমূহ যেমন, নামাজ, জাকাত, রোজা, হজ প্রভৃতি সম্পর্কে একটি একটি করে প্রশ্ন করতে লাগল এবং প্রতি প্রশ্নে আগের মতোই শপথ চালু রাখল। অবশেষে তার প্রশ্নের পালা শেষ হলে সে বলল, নিশ্চয়ই আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ তাআলা ব্যতীত আর কোনো ইলাহ নেই এবং নিশ্চয়ই আপনি আল্লাহ তাআলার বান্দা এবং রাসুল। অবশ্যই আমি এই ফরজগুলো আদায় করব এবং যা থেকে নিষেধ করেছেন তা থেকে বিরত থাকব। এর থেকে বৃদ্ধিও করব না এবং কমতিও করব না।

এরপর সে তার উটের দিকে ফিরে গেল। সে চলে গেলে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, এই দুই বেণীবিশিষ্ট লোক যদি সত্য বলে থাকে তবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।[৫৩]

২১. অপরের প্রতি ভালোবাসা প্রকাশ

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুসলমানদের মধ্যে ভালোবাসা এবং সম্প্রীতির চেতনা ছড়িয়ে দিতে আগ্রহী ছিলেন এবং তিনি মুসলমানদেরকে এর প্রতি আদেশ দিয়েছেন।

আনাস ইবনে মালিক রাযি. থেকে বর্ণিত আছে, এক ব্যক্তি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকটেই ছিলেন। তখন অপর এক ব্যক্তি তার পাশ দিয়ে অতিক্রম করছিল।

সে বলল, হে আল্লাহর রাসুল, নিশ্চয়ই আমি এই ব্যক্তিটিকে ভালোবাসি।

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বললেন, তুমি কি তাকে জানিয়েছ?

সে বলল, না।

---

[৫৩] মুসনাদে আহমাদ, ২৩৮০, শু'আইব আল-আরনাউত হাদিসটিকে হাসান বলেছেন। সুনানে দারেমি, হাদিস নং ৬৫২, হুসাইন সুলাইম আসাদ বলেছেন, হাদিসটি সহিহ। মুসতাদরাকে হাকিম, হাদিস নং ৪৩৮০, তিনি হাদিসটিকে সহিহ আখ্যা দিয়েছেন, ইমাম যাহাবি তার সাথে ঐকমত্য পোষণ করেছেন। হায়সামি বলেন, ইমাম আহমদ এবং ইমাম তাবারানি মুজামুল কাবিরে হাদিসটি বর্ণনা করেছেন এবং ইমাম আহমদ রহ.-এর সনদের সকল বর্ণনাকারী বিশুদ্ধ। দেখুন, মাজমাউয যাওয়ায়েদ : ২/১৬।

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তাহলে তাকে জানিয়ে দাও।

বর্ণনাকারী বলেন, তারপর লোকটি গিয়ে সেই লোকের সাথে সাক্ষাৎ করল এবং বলল, নিশ্চয়ই আমি তোমাকে আল্লাহর জন্য ভালোবাসি।

লোকটি বলল, আমিও তোমাকে ভালোবাসি, যেভাবে তুমি আমাকে ভালোবাসো।[৫৪]

এ জন্যই আমরা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকেও দেখেছি যে, তিনি কোনো কোনো সাহাবির উদ্দেশে তার এই ভালোবাসার ঘোষণা দিয়েছেন।

মু'আয ইবনে জাবাল রাযি. হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার হাত ধরলেন এবং বললেন, হে মু'আয, নিশ্চয়ই আমি তোমাকে ভালোবাসি।

তখন আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসুল, আমিও আপনাকে ভালোবাসি।

তখন রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তাহলে প্রত্যেক নামাজে এই দুয়া করতে ভুলবে না—

"رَبِّ أَعِنِّيْ عَلَى ذِكْرِكَ وَ شُكْرِكَ وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ"

> হে প্রভু, আপনার জিকির, কৃতজ্ঞতা আদায় এবং উত্তম পন্থায় আপনার ইবাদত করতে আমাকে সাহায্য করুন।[৫৫]

এখানে দেখতে পেলাম যে, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মু'আয রাযি.-কে ভালোবাসার কথা বলার পর তাকে এমন একটি নসিহত করলেন, যা আখেরাতে তার জন্য ফলপ্রসূ হবে। আর তাকে শিখিয়ে দিলেন জিকিরসমূহ হতে একটি জিকির।

---

[৫৪] আবু দাউদ, হাদিস নং ৫১২৫। নাসায়ি, হাদিস নং ১০০১০। মুসনাদে আহমাদ-হাদিস নং ১২৪৫৩, শু'আইব আল-আরনাউত বলেছেন, ইমাম মুসলিমের শর্ত অনুযায়ী হাদিসটি সহিহ।

[৫৫] আবু দাউদ, হাদিস নং ১৫২২। নাসায়ি, হাদিস নং ১২২৬। মুসনাদে আহমাদ ২২১৭২, শু'আইব আল-আরনাউত বলেছেন, হাদিসের সনদ সহিহ।

পরিশিষ্ট

নিশ্চয়ই রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রতিটি কাজেই ছিলেন আদর্শস্বরূপ। তার সুবাসিত জীবনচরিত অধ্যয়ন করে আমরা তা জেনেছি। আমরা আরও জেনেছি, তিনি কথোপকথনের ক্ষেত্রেও ছিলেন আদর্শ। তাই আমাদের তা শেখা উচিত।

বর্তমান ক্রমবর্ধমান উন্নতি এবং নানা ব্যস্ততার এ যুগে আমরা দেখতে পাই যে, মানুষের মধ্যকার পারস্পরিক সম্পর্কের বাঁধনগুলো ছিন্ন হয়ে পড়েছে। এর বদলে বহু হৃদয়েই স্থান করে নিয়েছে বিদ্বেষ এবং শত্রুতা। মানুষের মধ্যকার কথোপকথন বিচ্ছিন্ন অথবা প্রায় বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। কোথাও দু'জনকে কথা বলতে দেখলে দেখা যাবে, তারা কথা বলছে উচ্চৈঃস্বরে। তাদের কথাবার্তায় ইসলামি বৈশিষ্ট্যের ছিটেফোঁটাও নেই। প্রায় সময়েই তাদের কথোপকথনের পরিণতি হয় দ্বন্দ, আত্মীয়তা ছিন্নতা এবং ঝগড়া।

এতে করেই বোঝা যায়ে যে, সারা বিশ্ব এখন চরিত্র, শিষ্টাচার এবং কথোপকথনে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে মুখাপেক্ষী—লক্ষ্যগত, উপস্থাপনাগত, শাস্ত্রগত এবং আচরণগত সকল ক্ষেত্রে।

এখন এই বইটি থেকে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কথোপকথনের উপস্থাপনাগত সৌন্দর্য এবং উদ্দেশ্যগত সৌন্দর্য সম্পর্কে জানার পর মুসলমানদের কী করণীয়?

তাদের করণীয় হচ্ছে :

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এ শিক্ষার মাধ্যমে উদ্দীপ্ত হওয়া এবং কথোপকথনের ক্ষেত্রে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উদ্দেশ্য এবং মাধ্যমগুলোকে আঁকড়ে ধরা। এভাবেই আমাদের কথোপকথনের মাঝে ইসলামের শাশ্বত বৈশিষ্ট্য ফিরে আসবে।

বর্তমান স্যাটেলাইট টিভিগুলোতে যে মিডিয়া যুদ্ধ দৃশ্যমান এবং আবহাওয়ায় যে দখলদারিত্বের ঘ্রাণ মুসলমানদের দূষিত করছে, এর মোকাবিলায় এটিই আমাদের জন্য যথেষ্ট হবে।

এমনিভাবে তাদের জন্য আরও আবশ্যক হচ্ছে, মানুষের কাছে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কথোপকথনের আদবসমূহের প্রচার করা এবং তাদেরকে তা সম্পর্কে শিক্ষা দেওয়া; যাতে করে প্রত্যেকেই রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সমুন্নত অবস্থান এবং প্রতিটি কাজে তার উচ্চশিখরে আরোহণের কথা জানতে পারে।

সবশেষে বলব যে, এখানে বিশাল সমুদ্র থেকে সামান্য কিছু অংশ উপস্থাপন করা হয়েছে। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উৎকর্ষতাময় এবং উন্নত কথোপকথনসমূহের যৎসামান্যই এখানে উল্লেখ করা হয়েছে। আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করি, তিনি যেন আমাদেরকে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মতো করে এ সকল বৈশিষ্ট্য আঁকড়ে ধরার এবং প্রতিটি কাজে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুসরণ করার তাওফিক দান করেন। নিশ্চয়ই তিনি এর অভিভাবক এবং এর ওপর ক্ষমতাবান।

।। সমাপ্ত ।।

বাংলায় অনূদিত ড. রাগিব সারজানি'র আরও কিছু বই

বই	মুদ্রিত মূল্য
০১ . আন্দালুসের ইতিহাস (দুই খণ্ড)	১২০০/-
০২. তাতারীদের ইতিহাস	৪৪০/-
০৩. তিউনিসিয়ার ইতিহাস	১৮০/-
০৪. শোনো হে যুবক	১২০/-
০৫. পড়তে ভালোবাসি	৬০/-
০৬. আমরা সেই জাতি	১২০/-
০৭. এটাই হয়তো জীবনের শেষ রমযান	১৩০/-
০৮. ফজর আর করব না কাযা	৩২০/-
০৯. হজ—যে শিক্ষা সবার জন্য	১২০/-

যখন পৃথিবীতে শিক্ষার আলো আসেনি, অত্যাধুনিক পৃথিবীর আবিষ্কারগুলোও ছিল না যখন। তখন মানুষের মাঝে পারস্পরিক সম্পর্ক এবং সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠার প্রধানতম মাধ্যম ছিল আলাপচারিতা। তাই মানব জীবনে আলাপচারিতার গুরুত্ব অপরিসীম।

আল্লাহ তাআলা বলেছেন, "নিশ্চয়ই তোমাদের জন্য আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মাঝে উত্তম আদর্শ রয়েছে।"

নিঃসন্দেহে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর প্রতিটি কাজে, প্রতিটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পদক্ষেপে তিনি আমাদের জন্য আদর্শের বীজ বপন করে গেছেন। তাই তার আলাপচারিতাগুলোও আদর্শ হতে খালি নয়।

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একটি বাক্যও অনর্থক কিংবা অহেতুক ছিল না। তার প্রতিটি কথায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে হাজারো মণিমুক্তার সৌন্দর্য।

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার আলাপচারিতার সঙ্গী হিসেবে পেয়েছিলেন সাহাবায়ে কেরাম রাযিয়াল্লাহু আনহুমকে। কতইনা উত্তম সঙ্গী ছিলেন তাঁরা! তাই তো তাঁদের মধ্যকার আলাপচারিতা ছিল পৃথিবীর সবচেয়ে সুন্দর আলাপচারিতা।

বর্তমান ইসলামি বিশ্বের অন্যতম রত্ন, প্রখ্যাত লেখক ও গবেষক ড. রাগিব সারজানি এমন চমৎকার বিষয় নিয়ে সংক্ষিপ্ত কিন্তু পরিপূর্ণ ও অনবদ্য একটি গ্রন্থ লিখেছেন। চমৎকার এই গ্রন্থে লেখক ফুটিয়ে তুলেছেন রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আলাপচারিতার অনুপম সৌন্দর্য। তিনি কেমন ভঙ্গিমায় কথা বলতেন? তার বাক্য চয়ন কেমন ছিল? এমন আরও অনেক চমৎকার সব পাঠের সমন্বয় ঘটেছে সংক্ষিপ্ত এই গ্রন্থটিতে।

0052

ISBN